চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৩ চৈত্র – ২৯ চৈত্র, ১৪৩০ ঃ ৬ এপ্রিল – ১২ এপ্রিল, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 23, 6 April - 12 April, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কংগ্রেসকে ১৮২৩ কোটি টাকার নোটিশ পাঠালো

আয়কর দপ্তর। এছাড়া সিপিএম ও সিপিআইকেও যথাক্রমে ১৫ ও ১১ কোটির বকেয়া কর দেবার নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সিপিএম এর বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়েছে।

রবিবার : সিবিআই হেফাজত থেকে জেল হেফাজতে যেতে না

যেতেই কুখ্যাত শেখ শাহজাহানকে গ্রেপ্তার করল ইডি। আপাতত জেলে থাকলেও প্রয়োজনে তাকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে পারবে ইডি।

সোমবার : জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়িতে বিকাল বেলায় প্রায়

৩০ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আচমকা তান্ডব চালালো টর্নেডো। অসংখ্য গাছ, খুঁটি, বাড়ি ঘর ভেঙে বিপর্যস্ত জনজীবন। মৃতের সংখ্যা ৫।

মঙ্গলবার : ফের অরুণাচলের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ৩০টি জায়গার

নাম বদলে মানচিত্র প্রকাশ করেছে চিন। এর মধ্যে রয়েছে বসতি, নদী, হ্রদ থেকে শুরু করে পার্বত্য অঞ্চল। ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ভারত। এর আগেও এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে চিন।

বুধবার : উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কোনো বৈঠক করা

যাবে না। রাজ্যের এই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন কলকাতা, যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী সহ ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষাকারা।

বৃহস্পতিবার : নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত অধিকারিকদের বিরুদ্ধে

চার্জ গঠন করার অনুমতি দিতে আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গড়িমসি করায় মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী মঙ্গলবার অনুমতি দেবার শেষ তারিখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার : নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করে রাজ্যের

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের সুপারিশ করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তবে একে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

এবার দুর্নীতির অগ্নিপরীক্ষা

ওঙ্কার মিত্র

পৃথিবীতে আধুনিক মানব সভ্যতায় কায়েম হওয়া রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতি ও কুশাসনের অভিযোগে বিদ্ধ হয়ে পদত্যাগের উদাহরণ কম নেই। জাহাঙ্গীর কারামত থেকে শুরু করে রিচার্ড নিক্সন, হোসনি মুবারক, রবার্ট মুগাবে, ডেভিড ক্যামেরন, টনি ব্লেয়ার, মার্গারেট থ্যাচারের মত আরও অনেক রাষ্ট্রনেতারা এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। ভারতেও জর্জ ফার্নান্ডেজ, লালকৃষ্ণ আদবানিরা উদাহরণ হিসাবে ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছেন। সময় নিয়ে খুঁজতে বসলে হয়ত আরও নাম পাওয়া যাবে।

কিন্তু দুর্নীতি সূচকে খারাপ স্থানে থাকা ভারতে এসব এখন অতীত। এখন আর দেহত্যাগ বা অপসারণ না হলে পদত্যাগের ধার পাশ দিয়ে যান না কেউ। এদেশে বিচারের প্রক্রিয়া যেমন দীর্ঘ তেমনই এই দীর্ঘসুত্রীতাকে কাজে লাগিয়ে হাসতে হাসতে দিব্যি নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে যান নেতানেত্রীরা। তাঁদের সাফ কথা, আগে বিচার শেষ হোক, দোষী সাব্যস্ত হই তবে সরে যাওয়ার প্রশ্ন। ততদিন ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ইত্যাদি প্রভৃতি বলে ক্ষমতা ভোগে দোষ কোথায়। জনগণের করের টাকায় এইসব সরকারি সুবিধাভোগীদের কে বোঝাবে যে পদত্যাগ আসলে নৈতিকতার ব্যাপার। দোষী প্রমাণিত হলে তো পদত্যাগের মানেই থাকে না, তখন তো হবে অপসারণ। অবশ্য সেও এত সোজা নয়। নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত, তার ডিভিশন বেঞ্চ, সর্বোচ্চ আদালত, তার ডিভিশন বেঞ্চ হয়ে যখন শেষ বিচার এসে পৌঁছাবে ততদিনে সে ফুলে ফেঁপে ঢোল, ততদিনে ক্ষমতায় তার বিতৃষ্ণাও এসে গেছে হয়তো।

যাইহোক ফের আরও একটা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত। ১৯ এপ্রিল যার সূচনা হবে ১০২ টি আসনে ভোটগ্রহণ দিয়ে। মনে রাখতে হবে এই নির্বাচন হচ্ছে

এমন একটা সময়ে যখন ভারতের অর্থনৈতিক দৌড় হোঁচট খাচ্ছে দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচারের ইঁট পাথরে, যখন গরিব মানুষের পাওনা গন্ডা কাটমানি–ঘুষ হয়ে চলে যাচ্ছে দুর্নীতির গর্ভে, যখন এলাকার ত্রাস হয়ে উঠছে দুর্নীতিবাজরা, যখন রাজনীতিবিদদের একাংশ খোলাখুলি পাশে দাঁড়াচ্ছেন দুর্নীতিবাজদের, যখন একের পর এক দুর্নীতিতে সরাসরি নাম জড়াচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের, যখন চাঁদার নামে রাজনৈতিক দলের তহবিল প্রশ্নের মুখে পড়ছে।

দুর্নীতি এদেশে আগেও হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম বোধহয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক অভিযান শুরু হয়েছে সারা দেশ জুড়ে। আবার এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শাসক দলের নেতারাই, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী। এটাকেই হয়ত বলে রাজনীতিকদের হাতে লালিত পালিত হওয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির দন্দ্ব। সম্ভবত এছাড়া আর উপায়ও ছিল না সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে পিছনে ফেলে আসা পুরোপুরি পুঁজিবাদী বর্তমান ভারতের। বাজার অর্থনীতির শীর্ষে উঠতে গেলে রাজনীতিকদের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে পাশে নিয়ে দাঁড়াতে হবে রাজনীতিকদেরই। সেই অগ্নিপরীক্ষাই হল আগামী ১৮তম ভারতীয় সংসদীয় নির্বাচন। যেখানে লড়াই হবার কথা দুর্নীতি আর মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে। এই নির্বাচন বলে দেবে দুর্নীতিবাজ ও তাদের মদতদাতাদের জনসমর্থন বাড় না কমল।

এমন নির্বাচন আমরা আগে দেখিনি এমন নয়, তবে তখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান এত তীব্র ছিল না, নির্বাচনী মঞ্চে দুর্নীতির ইস্যু এত স্পষ্ট ছিল না। এর আগেও আমরা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত দল বা ব্যক্তিকে জনসমর্থন পেতে দেখেছি। নির্বাচনের পরে দুর্নীতিকে আরও নগ্ন হতে দেখেছি। এবারও তারই পুনরাবৃত্তি হবে? ফের কি জিতে যাবে দুর্নীতি? নাকি ভারতের মানুষ জাত, ধর্ম, বর্ণ ভুলে এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়াবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে? উত্তর দেবে আগামী নির্বাচন।

অপরাধের রেকর্ড থাকলে তাকে ছাড়া হবে না

বাংলায় এসেই বিশেষ পর্যবেক্ষকের তৎপরতা তুঙ্গে

কুনাল মালিক

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে অবাধ ও হিংসা মুক্ত করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ছটি রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক হয়েছেন প্রাক্তন আইএএস অফিসার অলক সিংহ। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএস অনিল শর্মা। অলক সিংহ ইতিমধ্যেই জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে টর্নেডো ঝড়ে বেশ কিছু অঞ্চল তছনছ হয়ে গেছে। মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। সেখানকার পরিস্থিতি কী কীভাবে ওখানকার ভোটাররা ভোট দেবেন রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিফ আফতাবের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত আগামী ১৯ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন আছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে নির্বাচন হবে। বিশেষ পর্যবেক্ষক অলক সিংহ জানিয়েছেন, ওই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। কোচবিহারে থাকবে ৩৩৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক আরিফ আফতাব বিশেষ পর্যবেক্ষককে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গে ৭২ শতাংশ স্পর্শকাতর বুথ আছে। যদিও বিশেষ পর্যবেক্ষক অলক সিংহ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মতে ওখানে ৮৫ শতাংশ স্পর্শকাতর বুথ। অলক সিংহ সাফ জানিয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে অপরাধের রেকর্ড আছে তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। এমনকী জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের জানিয়ে দিয়েছেন গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোথায় কোথায় হিংসা হয়েছিল, কোন বুথে কারা ভোট দিতে পারেনি তারও বিস্তারিত তথ্য বিশেষ পর্যবেক্ষককে জানাতে হবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর আগামী ১৫ এপ্রিলের মধ্যে প্রতিটি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হবে।

ভোটের আগে গ্রামজুড়ে লাগানো পোস্টারে নিত্য দুর্গতির ছবি

রবীন দাস, নামখানা : ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু গ্রামের পরিস্থিতি কোন ভাবেই বদলায় না। নামখানার শিবরামপুর গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় পড়েছে পোস্টার আর পোস্টারে লাল রঙের কালিতে লেখা রয়েছে আমাদের রাস্তা নেই, চলাচলের বড় সমস্যা। আবার কোথাও লেখা রয়েছে আমরা স্কুলে যেতে পারছি না । ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই গ্রামের অভাব অভিযোগ তুলে এভাবেই সরব নামখানার শিবরামপুর গ্রামের বাসিন্দাররা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নামখানার শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবরামপুর গ্রামের ২৩৭ ও ২৩৮ নম্বর বুথের একটি রাস্তায় আজও পর্যন্ত ঢালাই হয়নি। মাটির রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন এই বুথের প্রায় ২০০টি পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দারা বারে বারে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি।

১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে নারায়ণ তলা খাল পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মিটারের একটি মাটির রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি হল এই গ্রামের দুটি বুথের প্রধান যাতায়াতের রাস্তা। গত প্রায় তিন বছর আগে এই রাস্তার ১০০ মিটারের ঢালাই করা হলেও, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০ মিটার মতন রাস্তা কাঁচা রয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। কিন্তু সামান্য বৃষ্টি হলে এই রাস্তা দিয়ে আর যাতায়াত করা যায় না। সমস্যায় পড়ে যায় স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা। এছাড়াও গ্রামের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও সমস্যায় পড়তে হয়। তাই এলাকার মানুষের দাবি অবিলম্বে ঢালাই রাস্তা করে দেওয়া হোক। যদিও বা এই বিষয়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, ১০০ মিটার রাস্তার কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি রাস্তার কাজের অনুমোদন মিলেছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের বিধি নিষেধ চলছে তাই কাজ করা যাচ্ছে না, নির্বাচন বিধি কেটে গেলেই ওই রাস্তার কাজ শুরু করা হবে।

শঙ্কুদেবের সাংবাদিক সম্মেলনে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির মুখপাত্র শঙ্কুদেব পান্ডার একটি সাংবাদিক সম্মেলন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠেছে। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেখানে ফলতা বিধানসভার ডাকসাইটে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খানকে রেখে কোনদিনই অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। তিনি বলেন এই জাহাঙ্গীর খান ডায়মন্ডহারবার এলাকার সমস্ত থানাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

বাংলাদেশী গুন্ডাদের নিয়ে এখানে সন্ত্রাস চালান। তার বিরুদ্ধে জেলাশাসক তদন্ত শুরু করেছিলেন বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে। তার নাকি ২০০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পত্তি আছে। ভোট পরবর্তী হিংসায় তার নামও উঠে এসেছে।

শঙ্কুদেব বলেছেন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে তারা এজেন্সির কাছে অভিযোগ জানাবেন, কারণ তাকে বাইরে রেখে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়।

সম্প্রতি ফলতা থানা এলাকার ১৭ জন বিজেপির কার্যকর্তার বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। তার মধ্যে মন্ডল সভাপতি কল্লোল হালদারের নাম আছে। এছাড়াও বিজেপি নেতা দেবাংশু পন্ডা সুফল ঘাঁটু দীপক হালদারের

এরপর পাঁচের পাতায়

পথশ্রীতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: বাচ্চারা খেলার ছলে তুলে ফেলছে নতুন রাস্তার পিচ! নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করার অভিযোগ জয়নগরে। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল।কিন্তু নতুন রাস্তায় চলতে গিয়েই গোলমাল টের পান খোদ গ্রাম বাসীরা। দেখা যায়, সামান্য আঙুলের খোঁচাতেই উঠে আসছে রাস্তার পিচের আস্তরণ।দূর থেকে দেখলে মনে হবে রাস্তায় পিচের মখমল বিছানো। কিন্তু রাস্তায় এক পা দিলে মুহূর্তে এসে পড়বেন বাস্তবের রুক্ষ জমিতে। জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের খোলাখালী হাট থেকে মোস্তফা শেখের বাড়ি পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত ১,১০০ মিটার পিচের রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

পানীয় জলের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : ৩১ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা দেয়। যেহেতু নতুন জলের সংযোগ হচ্ছে, সেই কারণে কিছু কিছু এলাকায় জলের সরবরাহ ঠিকমতো হচ্ছে না। উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মল্লিক পাড়া, পোকপাড়ি এলাকার মানুষরাও সমস্যায় পড়েছেন। সকালে বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করেন এলাকার মানুষরা। যেহেতু এই সময় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতিনীতি চলছে তাই জল সরবরাহ করাটাও জরুরি। আবার নতুন জলের সংযোগ তাও প্রয়োজন। বেশ কিছু মানুষের অভিযোগ, যখন অবরোধ চলছিল উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী শেখ সাইদুল অবরোধকারীদের হেনস্থা করেন। যদিও সেই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন একটি অ্যাম্বুলেন্সকে পার করাবার জন্যেই তার সঙ্গে কিছু লোকের বচসা হয়। পরে প্রশাসনের লোকজন কথা দিলে অবরোধ উঠে যায়। তবে অবরোধকারীদের দাবি ছিল তাদের বিকল্প জলের ব্যবস্থা করতে হবে না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তারা। এই প্রসঙ্গে বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ তুলে দিয়েছে, আমরা চিন্তাভাবনা করছি কিভাবে বিকল্প জলের ব্যবস্থা করা যায়।

১১৪ বছরেও ভোট দেবেন হাজারী দেবী : শুভেচ্ছা বিডিওর

সুভাষচন্দ্র দাশ, ঝড়খালি: সালটা ১৯১০। তখন ভারত ইংরেজদের পদানত। সেই সময়ই তাঁর জন্ম। নাম হাজারী সরদার।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত বিধান পল্লির বাসিন্দা হাজারী দেবী। বর্তমান তাঁর বয়স ১১৪ বছর। স্বামী বল্লভ সরদার অনেক আগেই প্রয়াত হয়েছেন।বৃদ্ধার এক ছেলে ও এক মেয়ে। গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম, জয়নগর ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা নিয়েই জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র। মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। এর মধ্যে বাসন্তী বিধানসভা এলাকায় মোট ভোটার সংখ্যা তিন লক্ষের বেশী। পাশাপাশি জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বয়স্কতম ভোটার হাজারী দেবী। ইতিপূর্বে তিনি দেশকে স্বাধীন হতে দেখেছেন। দেখেছেন ইংরেজদের অত্যাচার।বিগত দিনে ১০ বার পঞ্চায়েত নির্বাচন, ১৭ বার বিধানসভা এবং ১৭ বার লোকসভা নির্বাচনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন হাজারী দেবী।

আগামী ১ লা জুন ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ১১৪ বছরের বৃদ্ধা।

এরপর পাঁচের পাতায়

হাসপাতাল চালু নিয়ে সন্দেহ

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : গোবরডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালটি তৈরি হয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০০১ সালে। সেসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন পার্থ দে। তিনি তখন বলেছিলেন, 'আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে এই হাসপাতাল এখুনি চালানো সম্ভব নয়। তাই আমরা একে পরীক্ষামূলকভাবে জেলা পরিষদের হাতে তুলে দিচ্ছি। পরবর্তীতে যদি জেলা পরিষদ কোনও কারণে ব্যর্থ হয়, এটা তখন অটোমেটিক স্বাস্থ্যদপ্তরের অধীনে চলে আসবে।' এই মর্মে তাদের এগ্রিমেন্টে আছে বলে জানালেন গোবরডাঙা পুর উন্নয়ন পরিষদের সহ সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পবিত্র মুখোপাধ্যায়। পবিত্রবাবু বলেন, 'প্রায় সাড়ে দশ বিঘা জমির উপর নির্ভর এই হাসপাতালের জন্মলগ্নে চিকিৎসক সংখ্যা ছিল ৮ জন, ১২ জন সিস্টার ছিলেন। এছাড়াও ওয়ার্ডবয়, টেকনিশিয়ান, অ্যাম্বুলেন্স, ড্রাইভার সিকিউরিটি গার্ড সবই ছিল। ডাক্তার, সিস্টারদের সকলেরই কোয়ার্টার ছিল। এছাড়াও ছিল দুটি অস্ত্রোপচার বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ। কিন্তু সেগুলি ব্যবহার ও সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

মোদী বনাম গান্ধী : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল

গত সংখ্যার পর

এসব অস্বীকার করার নয়। জওহরলাল নেহরুর 'ভারত সন্ধানে' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে উনি ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক সভার নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে 'ভোট সংগ্রহে' পটুতা দেখিয়েছিলেন। দিনরাত এক করে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। নেহরুজী তাঁর ভারত সন্ধানে বইতে লিখছেন, 'সেদিন ছিল গোটা কয়েক যাকে বলে মহতী জনসভা–ছোট ছোট সভাও ছিল অনেকগুলি। সেদিনকার কাজ আরম্ভ করা গেল সকাল আটটায় একটা সভা দিয়ে। শেষ কাজটা মিটল ভোর চারটায়–নির্দিষ্ট সময়ের সাত ঘন্টা পরে। অতঃপর সে রাত্রির বিশ্রামের জায়গায় পৌঁছতে গিয়ে আরো সত্তর মাইল অতিক্রম করতে হল... সেদিন অনেকগুলি সভার কাজ সারতে হয়েছে আর মোটামুটি খাটুনি হয়েছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তেইশ ঘন্টা (পৃঃ ৪৭)'। অনেকেই রাহুল গাঁধির 'ভারত জোড়ো যাত্রা'কে, যেখানে তিনি ননস্টপ ১৫০ দিনে ৩৫৭০ কিমি পথ পায়ে হেঁটে (দিনে প্রায় ২৩ কিমি) কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভারতবর্ষকে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করেছেন, জওহরলাল নেহরুর সাথে তুলনা করছেন। পুনরায়, তিনি 'ভারতে জোড়ো ন্যায়যাত্রা'য় (জানুয়ারি ২০২৪–মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত) মণিপুর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত হাঁটেন এবং জনসংযোগ করেন। এর মধ্যেও অনেকে পণ্ডিত নেহরুর রাজনৈতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করেন। তবে যে মৌলিক পার্থক্য দুজনের মধ্যে লক্ষ্যণীয় তা হল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও গ্রহণযোগ্যতা।

অপরদিকে, নরেন্দ্র মোদী ২০০১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গুজরাটের অত্যন্ত সফল মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল– আরো ১০ বছর দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী। ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি একাই ৩০৩টি আসন লাভ করেছিল। অন্যদিকে, জাতীয় কংগ্রেস

দল জিতেছিল মাত্র ৫২টি আসনে। মোদির কৃতিত্ব, যশ, খ্যাতি ও কাজের খতিয়ানে যখন ভারতীয় জনতা পার্টি তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার জন্য কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন, সেখানে মল্লিকার্জুন খার্গে ১৪ বছর আগের জোট সঙ্গী যারা কংগ্রেসকে ডোবানোর পিছনে অনুঘটকের কাজ করেছিল তাদেরকে বাবা–বাছা বলে ৪০ দলের বিজেপি বিরোধী জোট গঠন করে নিজেদের দুর্বলতা, নীতিহীনতা ও ক্ষমতালাভের শর্ট কাট পথ গ্রহণ করে জনমানসে নিজেদের আরো হেয় করে তুলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস নামক একটা আঞ্চলিক দল যারা আগাগোড়া দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, যাদের বেশ কিছু হেভিওয়েট মন্ত্রী ও উঁচু পর্যায়ের নেতারা জেলবন্দী, বাকি অনেকের মাথার উপর ইডি ও সিবিআই এর খাঁড়া ঝুলছে, যারা এ রাজ্যে প্রথমদিকে রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'য় রাত্রি যাপনের অনুমতি পর্যন্ত দেয় না, তাদের সঙ্গে জোট করতে লালায়িত। যে সিপিএম ২০০৭ সালে ইউপিএ–২ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে এসেছিল, কংগ্রেস আজ তার হাত ধরছে! যে ডিএমকে দল কংগ্রেসের জোট সঙ্গী হিসাবে ২–জি (টুজি) স্ক্যামে ২০০৮ সালে রাজকোষের ১.৭৬ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি করেছিল, সেই ডিএমকের সঙ্গে কংগ্রেসের গাটবন্ধন! লালুপ্রসাদ যাদব, যিনি কিনা পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে দীর্ঘদিন জেল খেটে আসলেন, জাতীয় কংগ্রেস দল তাঁর সঙ্গে জোট গঠন করল! যে আপ পার্টির নেতা আবগারী কেলেঙ্কারীতে আজ বিচারাধীন বন্দী, তার পক্ষে ও সমর্থনে আজ পথে নামছে কংগ্রেস! হেমন্ত সোরেন যিনি জমি সংক্রান্ত কেলেঙ্কারিতে ইডির হেফাজতে, সেই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সঙ্গে 'ইন্ডিয়া' জোট! এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ ও কেলেঙ্কারিতে যুক্ত রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীদের নিয়ে 'ইন্ডিয়া' নামক বিভ্রান্তিকর একটি জোট গঠন করে বিজেপির মত গত ১০ বছরে একটিও দুর্নীতি ছাড়া বরং দুর্নীতি, ঘুষ ও আর্থিক তছরুপের বিরুদ্ধে লড়াই করা একটা দলকে হারানোর স্বপ্ন দেখছেন? এটা জাতীয় কংগ্রেস দলের পণ্ডিত, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ নেতারা একবারও ভেবে দেখলেন না! অন্যায়, অসৎ, অভিযুক্ত ও বিপদে হাতছাড়া দলের নেতাদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে বন্ধুত্ব তৈরি করে আর যা কিছু করা যাক না কেন ভারতের মতো শিক্ষিত ও সচেতন ভোটারদের মন জয় করা যায় না। জেতা তো দূর অস্ত। বরং জাতীয় কংগ্রেসের প্রয়োজন ছিল আরো রাজনৈতিক গবেষকদের দলে নিয়োগ করা, তাদের পরামর্শক্রমে নিজেদের আরো সংগঠিত করা ও ভোটে লড়ার জন্য নিজেদের আরো মজবুত করা এবং জেতার জন্য রাজ্যওয়ারী ও জেলাব্যাপী কৌশল নির্ধারণ করা। যাইহোক সাধারণ জনগণই আসলে নেতাদের ভাগ্যনির্মাতা ও ভাগ্যবিধাতা। তাঁরাই শেষ কথা বলবেন। সুতরাং আপাতত অপেক্ষা ৪ঠা জুন পর্যন্ত।

সমাপ্ত

উত্তরের আঙিনায়

কুপুপে প্রাণ বাঁচাল পর্যটকেরা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : অবিলম্বে উদ্ধার কার্য চালিয়ে ত্রিশক্তি বাহিনির সৈন্যদের কাছ থেকে সময়মত চিকিৎসা সহায়তা পেয়ে পাঁচজন পর্যটকের জীবন বাঁচায় ভারতীয় সেনাবাহিনী। পর্যটকদের গাড়িটি কুপুপের কাছে আকস্মিক তুষারপাতের কারণে, উলটে পড়ে ভেঙে যায়। অবিলম্বে দ্রুততার সঙ্গে সাহসী সৈন্যরা প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহতদের নিকটবর্তী আর্মি পোস্টে নিয়ে যায়। পর্যটকদের, যাদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছিল, তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা এবং ত্রাণ সরবরাহ করে তারা। পর্যটকরা ভারতীয় সেনাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ঝড়ে বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : ভোরের আলো দেখে কেউ কল্পনাও করে উঠতে পারেনি, বিকেল এতটা ভয়াবহ হতে পারে। ভয়ংকর ঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত পাশাপাশি দুটি শহর জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি। প্রচুর ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, রাস্তায় গাছ পড়ে গেছে। আহত হয়েছেন অনেকেই। ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু অন্তত চারজনের, চারিদিকে বুকফাটা কান্না। থমথমে পরিস্থিতি, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও পৌঁছে যান। জলপাইগুড়িতে আহতদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, পাশে থাকার আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। ঝড়ের তান্ডব লীলায় প্রচুর মানুষ সর্বহারা হয়ে গিয়েছে। অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। ময়নাগুড়ির বার্নিশ এলাকায় এই ঝড়ের কবলে পড়ে এক শিশুর কন্যা। বর্তমানে সেই শিশু কন্যাটি ভর্তি রয়েছে শিলিগুড়ির ডক্টর মলয় হাসপাতালে। ঘটনার বিবরণ বলতে বলতে ক্রমশই কেঁদে ফেলছেন শিশুটির বাবা-মা, ঝড়ে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে। কি করে চিকিৎসা করবেন দিশা হারা পরিস্থিতি তাদের। এই ডক্টর মলয় হাসপাতালে দুজন আহত ভর্তি রয়েছেন, এদিন বিকালে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আহতদের দেখতে আসেন। এই বিষয়ে জানা গেছে। ভয়ানক ঝড়ে বিধ্বস্ত পরিবার গুলির পাশে দাঁড়াতে রবিবার রাতেই বিমানে চেপে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর রাতে বাগডোগরা বিমানবন্দরের নেমে সোজা চলে যান জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে। হাসপাতলে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেন আহতদের সঙ্গে। এদিন সোমবার শিলিগুড়িতে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোজা চলে যান শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে। সেই নার্সিংহোমে গিয়ে তিনি আহতদের সঙ্গে দেখা করেন,পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

পাহাড়ে বৃষ্টি, ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের চা পাতা তোলা শুরু

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : দার্জিলিংয়ের চা জগত বিখ্যাত, বিশেষ করে ফার্স্ট ফ্ল্যাশ চায়ের কদর গোটা বিশ্বজুড়ে। পাহাড়ের বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির জল পড়তে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চা বাগান গুলিতে নতুন পাতা গজিয়েছে। সবুজে সবুজ হয়ে গেছে চা বাগান গুলি। এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া, চারিদিকে শুধু সবুজ। ইতিমধ্যেই চা পাতা তোলার কাজ শুরু করে দিয়েছে চা শ্রমিকরা। মনের আনন্দে গুনগুন করে গান গেয়ে তারা চা পাতা তুলছে। ফার্স্ট ফ্লাশ চায়ের জন্য একটি কুড়ি দুটি পাতা তুলবার কাজ শুরু করে দিয়েছে চা শ্রমিকরা। পাহাড়ের বর্তমান আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। শীতের তীব্র কামড় নেই, হালকা শীত শীত আমেজ। প্রসঙ্গত এই সময় পর্যটকরা পাহাড়ে ভিড় জমাতে ভালবাসেন। বৃষ্টি হবার কারণে চা বাগানগুলি সবুজ হয়ে গিয়েছে, এরকম অপরূপ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ পর্যটক মহল। দার্জিলিংয়ের ফার্স্ট ফ্ল্যাস চায়ের আলদা কদর রয়েছে। এইটা বিশ্ব বাণিজ্যে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। বিভিন্ন চা বাগান গুলিতে চা শ্রমিকদের দেখা গেছে খোশ মেজাজে চা পাতা তুলতে।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই চলছে বিশেষ নজরদারি

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, প্রস্তুতি তুঙ্গে যেকোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সক্রিয় প্রশাসন। বিভিন্ন এলাকায় চলছে বিশেষ নজরদারি। শিলিগুড়ির গোপাল মোড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী সাথে পুলিশ প্রশাসনের নাকা চেকিং চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা। শিলিগুড়ি ভেনাস মোড় পানি টাংকি মোড়ে রাতেও নাকা চেকিং চলছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ এপ্রিল – ১২ এপ্রিল ২০২৪

মেষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে অগ্রগতির সম্ভাবনা। পারিবারিক, সমস্যার সমাধানের দিশা পেতে পারেন। শেয়ার মার্কেটে বা লটারিতে অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির দরুণ কর্ম করার আগ্রহ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ গনেশায় নম' পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : অর্জিত অর্থ সঞ্চয় লাভ হতে পারে। অর্থের অতিরিক্ত অপব্যয় থাকা বিরত থাকার চেষ্টা করার প্রয়োজন। সরকারি বা প্রশাসনিক স্তরে কর্মোন্নতির সুযোগ হতে পারে। ঝামেলা বা বিবাদে হওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা থেকে অব্যহতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার দিন দেবী দুর্গার পুজো করুন।

মিথুন রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ রাখা দুষ্কর হতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মক্ষেত্রে অহেতুক ঝঞ্ঝাট। মাতৃকুল থেকে উপহার বা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে সুফল লাভের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিনি ২১ বার 'ও শ্রেয় নম' জপ করুন।

কর্কট রাশি : গুরুজনদের থেকে কোনো উপহার বা আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। সঞ্চিত অর্থ ব্যয়। উঁচু স্থান থেকে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের জেদি মনোভাবে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। বিবাহের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যেতে পারে।

প্রতিকার : শনিবার বৃদ্ধদের দই ভাত খাওয়ান।

সিংহ রাশি : ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি শারীরিক পীড়ার দরুণ কর্মক্ষেত্রে আলস্য বৃদ্ধি। পারিবারিক সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেতে পারেন। ঝামেলা বা বিবাদে হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের সদস্যের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা চিন্তার কারণ হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৬৯ বার 'ওঁ ভাস্করায় নমঃ' পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অযাচিত শরণে কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। শারীরিক পীড়া শয্যাগত হতে পারেন। অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় চিন্তার কারণ হতে পারে। ইলেট্রনিক্স জাতীয় দ্রব্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলি। ব্যবসায় মন্দা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১ বার 'ওঁ নমো নারায়ণ' জপ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। কর্মোন্নতিতে সাফল্যে বাধা। অর্থহানি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে পারেন।

প্রতিকার : 'ওঁ নমো ভাগবতে বাসুদেবায় নম' পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা বৃদ্ধি। অর্থের অপব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। আটকে থাকা অর্থ ফেরৎ পেতে পারেন। শারীরিক সমস্যা।

প্রতিকার : 'ও কেতবে নমঃ' ৪১ বার জপ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের শারীরিক অসুস্থতার দরজা হয়রানি বৃদ্ধি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। অযাচিত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। চাকরিতে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা সৃষ্টি হলেও তা থেকে অব্যহতির পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে উপহার বা সম্পত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। সাংসারিক অনটনের সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের শারীরিক পীড়ার দরুণ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন দিব্যাঙ্গদের সেদ্ধ চাল দান করুন।

কুম্ভ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্ম করার প্রয়োজন নতুবা বিপত্তি হতে পারে। শারীরিক পীড়া আরোগ্য লাভে বিলম্ব। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের দই ভাত দিন।

মীন রাশি : আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সমতা রাখা মুশকিল হতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। কর্মস্থলে বেফাঁস মন্তব্যের জেরে অপমানিত হতে পারেন। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। সাংসারিক অনটন বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি।

কাজের খবর

রেলে ৭৩৩ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলাসপুর : দক্ষিণ পূর্ব-মধ্য রেলের বিলাসপুর ডিভিশন 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ৭৩৩ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : সি.ও.পি.এ., ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়্যারম্যান, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), ইলেক্ট্রনিক মেকানিক, ডিজেল মেকানিক, মেকানিক (রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. মেকানিক), ওয়েল্ডার, প্লাম্বার, পেইন্টার, কার্পেন্টার, মেশিনিস্ট, টার্নার, শীট মেটাল ওয়ার্কার, ড্রাফটসম্যান/সিভিল, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিজিটাল ফটোগ্রাফার। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.'র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১২-৪-২০২৪'এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. 'রা ৩ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে ক'টি শূন্যপদ: ৭৩৩টি। কার্পেন্টার ৩৮টি (জেনাঃ ১৫, ই. ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩)। সি.ও.পি.এ. ১০০টি (জেনাঃ ৪০, ই.ডব্লু.এস. ১০, ও.বি.সি. ২৭, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৮)। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ১০টি (জেনাঃ ৩, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৩৭টি (জেনাঃ ৫৫, ই.ডব্লু.এস. ১৪, ও.বি.সি. ৩৭, তঃজাঃ ২১, তঃউঃজাঃ ১০)। ইলেক্ট্রনিক্স (মেকা) ৫টি (জেনাঃ ২, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ফিটার ১৮৭টি (জেনাঃ ৭৬, ই.ডব্লু.এস. ১৯, ও.বি.সি. ৫০, তঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ ১৪)। মেশিনিস্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। পেইন্টার ৪২টি (জেনাঃ ১৮, ই.ডব্লু.এস. ৪, ও.বি.সি. ১১, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩)। প্লাম্বার ২৫টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। শীট মেটাল ওয়ার্কার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। স্টেনো (ইংলিশ) ২৭টি (জেনাঃ ১১, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২)। স্টেনো (হিন্দি) ১৯টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। ডিজেল মেকানিক ১২টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। টার্নার ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ওয়েল্ডার ১৮টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। ওয়্যারম্যান ৮০টি (জেনাঃ ৩২, ই.ডব্লু.এস. ৮, ও.বি.সি. ২২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৬)। কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ৪টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। ২, ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: No. P/BSP/Rectt./Act. App/2024-2025/E-72152 মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: http://www.apprenticeshipindia.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে কয়েক হাজার ক্লার্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, বিভাগ ও অফিসে কাজের জন্য 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক / জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট' ও 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর' পদে কয়েক হাজার ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩৫টি শব্দ তোলার গতি থাকলে কিংবা প্রতি ঘণ্টায় ১০,৫০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। যেকোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘণ্টায় অন্তত ৮,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড-এ কম্পট্রোলার অ্যান্ড। অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ছাড়া) পদের। জন্য আবেদন করতে পারেন। অঙ্ক অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রির কাজে ঘণ্টায় অন্তত ১৫,০০০ কী ডিপ্রেশনে গতি থাকলে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর গ্রেড-এ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স, ফুড অ্যান্ড পাব্লিক ডিস্ট্রিবিউশন, মিনিস্ট্রি অফ কালচার' পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। সব পদের বেলায়ই উচ্চতর যোগ্যতার প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৪'র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৮-১৯৯৭ থেকে ১-৮-২০০৬'এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করে থাকলে ৮ (তপশিলী হলে ১৩, ও.বি.সি. হলে ১১) বছর ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক/জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১৯,৯০০-৬৩,২০০ টাকা। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পদে ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। পদ অনুযায়ী ও ক্যাটেগরিভিত্তিক কোন রাজ্যে ক'টি শূন্যপদ আছে তা পরে জানানো হবে। তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ডব্লু.এস., প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য যথারীতি শূন্যপদ সংরক্ষিত আছে। প্রার্থী বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। Combined Higher Secondary Level (10+2) Level Examination, 2024' পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু'টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা হবে জুন- জুলাইয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা কবে হবে তা পরে জানানো হবে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব-ভারতের এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা (৪৪১০), শিলিগুড়ি (৪৪১৫), আসানসোল (৪৪১৭), বর্ধমান (৪৪০৪), দুর্গাপুর (৪৪২৬), কল্যাণী (৪৪১৯), গ্যাংটক (৪০০১), রাঁচী (৪২০৫), বেরহামপুর (ওড়িশা) (৪৬০২), ভুবনেশ্বর (৪৬০৪), কটক (৪৬০৫), পোর্ট ব্লেয়ার (৪৮০২), জামশেদপুর (৪২০৭), রৌরকেলা (৪৬১০), ঢেঙ্কানল (৪৬১১), ডিব্রুগড় (৫১০২), গুয়াহাটি (দিসপুর) (৫১০৫), জোড়হাট (৫১০৭), শিলচর (৫১১১), কোহিমা (৫৩০২), শিলঙ (৫৪০১), ইম্ফল (৫৫০১), আগরতলা (৫৬০১), আইজল (৫৭০১), ইটানগর (৫০০১), ডিমাপুর (৫৩০১)। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ২০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে। এই ৪টি পার্টে: (ক) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স -৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (খ) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ (বেসিক নলেজ)-৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (গ) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (বেসিক অ্যারিথমেটিক স্কিল) ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (ঘ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৬০ মিনিট। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত সময় পাবেন। প্রশ্ন হবে ইংরিজি ও হিন্দিতে। লিখিত পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.৫০ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা। দ্বিতীয় ধাপের (দ্বিতীয় টায়ার) পরীক্ষায় থাকবে ৩টি পেপার। প্রথম পেপারে সেশন- ।'এ থাকবে ৩টি সেকশন। সেকশন-১'এ থাকবে ১৮০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। এইসব বিষয়ে: (ক) ম্যাথমেটিক্যাল এবিলিটি-৩০টি প্রশ্ন, (খ) রিজনিং অ্যান্ড জেনারেল ইন্টেলিজেন্স-৩০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সেকশন-২'এ থাকবে ১৮০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। এইসব বিষয়ে (ক) ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ও কমপ্রিহেনশন-৪০টি প্রশ্ন, (খ) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ২০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সেকশন-১ ও সেকশন-২-এ সময় থাকবে ১ঘণ্টা। সেকশন-৩'এ থাকবে ৪৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন কম্পিউটার নলেজ মডিউল-১। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৩ নম্বর। সময় থাকবে ১৫ মিনিট। দ্বিতীয় ধাপের (সেকেন্ড টায়ার) পরীক্ষা কবে হবে তা পরে জানানো হবে। ওপরের ওইসব পেপারেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং আছে। টায়ার-।'এর বেলায় প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তর দিলে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ০.৫০ নম্বর কাটা হবে। টায়ার-॥'এর বেলায় সেকশন-১, সেকশন-২ ও সেকশন-৩'এর মডিউল-১ 'এর প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। সব ক্ষেত্রেই উত্তর দিতে হবে 'ও.এম.আর.' শীটে। সেকশন-॥।-তে থাকবে স্কিল টেস্ট বা, টাইপিং টেস্ট। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর পুদের বেলায় ১৫ মিনিটের স্কিল টেস্ট হবে আর লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক বা, জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের বেলায় ১৫ মিনিটের টাইপিং টেস্ট হবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.ssc.nic.in দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে www.ssconline.nic.in, www.ssc.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছা।াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে ৪ কে.বি. থেকে ১২ কে.বি.'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন আপনা থেকেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর তৈরি হয়ে যাবে। তখন ওই রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রিন্ট করে নেবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা এস.বি.আই চালান / নেট ব্যাঙ্কিং/ ক্রেডিট কার্ড বা, ডেবিট কার্ডে জমা দিতে পারবেন। মহিলা, তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

ইদানিংকালে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং কথাটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে। ওজন কমানোর উপায় হিসেবে অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। আসলে কি এই ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং? এটি হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের খাদ্যাভ্যাস যেখানে শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই খাওয়া যাবে আর বাকি সময়টা না খেয়ে থাকতে হবে। এই ধরনের ডায়েটে অনেক সময় টানা প্রায় ১৬ ঘন্টা না খেয়ে থাকা হয়। তারপরে পরবর্তী ৮ ঘন্টার মধ্যে সারাদিনের খাওয়া সম্পূর্ণ করতে হবে। তারপর আবার শুরু হবে না খেয়ে থাকার পালা। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। এই পদ্ধতি অনেকেই এখন ওজন কমানোর জন্য অভ্যাস করছেন। সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল রাতের খাবার তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়া আর সকালের খাওয়া অফিস বেরোনোর সময় খেয়ে বেরোনো। এতে একটা সুবিধা হল যে রাতে ঘুমের ৭-৮ ঘন্টা সময় কেটে যায় বলে দীর্ঘ উপোসের চাপ অনেকটাই কমে যায়।

আমরা সাধারণত একটি খাবার গ্রহণ করে তার সম্পূর্ণ পরিপাকের আগেই আবার এক প্রস্থ খাবার গ্রহণ করে থাকি। এই উপর্যপুরি খাবার গ্রহণের ফলে অতিরিক্ত ক্যালরি গৃহীত হয়। আগের গৃহীত ক্যালরি পুরোপুরি খরচ হওয়ার আগেই দেহে আবার নতুন করে ক্যালরি সরবরাহিত হবার ফলে শরীরে তা ফ্যাট হিসেবে জমা পরে এবং অবধারিত ভাবে ওজন বৃদ্ধি হয়। অথচ ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং এর সময় খাবার হজম হবার পর্যাপ্ত সময় পায় এবং পুরো ক্যালরি ব্যবহৃত হবার পরই আবার নতুন খাবার গ্রহণ করার ফলে অতিরিক্ত ক্যালরির দ্বারা মেদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমে যায়। তবে এই পদ্ধতি শুরু করার আগে

'ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং' সঠিক নিয়মে করতে হবে

ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং অবশ্যই আপনার একটা ডায়েট চার্ট পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী বানিয়ে নিন। কারণ শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যালরি গ্রহণ করতে হবে। অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিত্যাগ করে প্রচুর শাকসবজি, মাছ-মাংস সমেত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। গবেষণায় প্রকাশিত যে মহিলাদের পক্ষে এই পদ্ধতি গ্রহণে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে টিনএজার, প্রেগন্যান্ট, সন্তান ডেলিভারীর পর, এবং মেনোপজের আশেপাশের সময়ে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বর্জন করা উচিত। প্রথমের দিকে এই পদ্ধতি শুরু করার পর কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমস্ত রকম মানসিক চাপ পরিত্যাগ, সঠিক পরিমাণ ঘুম এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং পদ্ধতিতে ওজন কমানোর মূলমন্ত্র।

শব্দবার্তা ২৮৯

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। পদ্ম কলি ৫। বর্ষীয় রাস্তাঘাট এমনই হয় ৭। সংকট ৯। অবস্থা, দশা ১০। — নির্বিশেষে ১২। প্রতিধ্বনি।

উপর-নীচ

১। পদ্ম ৩। কলকাতার মেট্রো রেল স্টেশন ৪। বিবিধ ৬। (আল.) গুণবতী ও নম্র নারী ৮। রাজকীয় ১১। মাহিনা, বেতন।

সমাধান : ২৮৮

পাশাপাশি : ১। অভিজন ৪। কাজ ৫। সরবরাহ ৭। গলদ ৯। ঠিকুজি ১০। আনাজপত্র ১১। ঘর ১২। ধনজন।

উপর-নীচ : ১। অজ ২। জতুরস ৩। নিগ্রহ ৪। কাঙালখানা ৬। রাজকুমারী ৮। উপবন ১০। আলম ১১। ঋণ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

সাতগাছিয়া–বজবজের একাংশে নেই বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতগাছিয়া এবং বজবজ বিধানসভার একাংশে সরকারি এবং বেসরকারি বাস পরিষেবার কোনো রকম ব্যবস্থা নেই দীর্ঘদিন ধরে। প্রতিদিন হাজার হাজার অফিস যাত্রীসহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের এবং কর্মজীবীদের অটো টোটো কিংবা ম্যাজিক গাড়ি করে দ্বিগুণ পয়সা গুণে যাতায়াত করতে হয়। আগে বজবজ চিত্রিগঞ্জ থেকে আমতলা পর্যন্ত ৭৬এ নামে একটি বাস চলত। যে কারণে এই রোডটিকে বলা হত ৭৬এ বাস রুট। সেই বেসরকারি বাস দীর্ঘদিন হলো বন্ধ হয়ে গেছে। আগে সাতগাছিয়া বিধানসভার বুড়ুল থেকে ভায়া নোদাখালি নতুন রাস্তা সাতগাছিয়া বাওয়ালি হয়ে সরকারি ডি এস টু নামে একটি বাস তারাতলা যেতো। সেও আজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বুড়ুল থেকে একটি সরকারি বাস চালু হয় ধর্মতলা পর্যন্ত। যে বাসটি নোদাখালি নতুন রাস্তা বাওয়ালি সাতগাছিয়া বড় পুল চড়িয়াল বজবজ হয়ে ধর্মতলা যেতো। কিছুদিন পর সেই বাস পরিষেবাও বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, আমরা কি সরকারি বেসরকারি বাস পরিবহনের পরিষেবা পাবো না? এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, শাসক দল কথায় কথায় বলে ডায়মন্ড হারবার মডেলের কথা, তাহলে সরকারি বা বেসরকারি বাস পরিবহনের এই হাল কেন? আমরা চাই পূর্বের ন্যায় সরকারি এবং বেসরকারি বাস পুনরায় চালানো হোক। এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, খুব শীঘ্রই বুড়ুল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা শুরু হবে। আসলে রাস্তার বেহাল অবস্থার জন্য বাস পরিষেবা বন্ধ ছিল। রাস্তা সংস্কারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তাই আবার বাস চলাচল শুরু হবে। **ছবি : অরুণ লোধ**

দুর্ঘটনা

কুকুর বাঁচাতে অটো উল্টে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম সাইফুল খান(১৮)। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ঢুঁড়ি এলাকায়। মৃতের বাড়ি ৭ নম্বর করমদিনীবাটি এলাকায়। একটি যাত্রীবাহী অটোয় চেপে ক্যানিংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন সাইফুল। ঢুঁড়ি বাজার এলাকায় চলন্ত অটোর সামনে একটি কুকুর দৌড়ে আসে। কুকুরকে বাঁচাতে সজোরে ব্রেক কষেন অটোচালক নুর ইসলাম সেখ। অটোটি রাস্তার উপর উল্টে যায়। ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম হয় ওই অটোযাত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

অগ্নিকাণ্ডের জেরে সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত বৃদ্ধা মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমিরুল ইসলাম, মানিকচক, মালদা: এলাকায় প্রতিনিয়ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। তবুও মানুষ হচ্ছে না সচেতন।আবার ও অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়ল এক বৃদ্ধার ঘর। সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত বৃদ্ধা মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদহের মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ফতেনগর এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বৃদ্ধা মহিলা গুল্লা মন্ডল উনুনে দুপুরের খাবার রান্না করছিল। আর সেই উনুনের আগুন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পরে গোটা ঘরে। আগুনের তীব্রতায় ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র, জামাকাপড়, খাদ্য সামগ্রী এবং নগদ টাকা পুরে যায় বলে জানা গেছে। বৃদ্ধা মহিলার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে এবং আগুন নিভানোর কাজে ঝাপিয়ে পরে। স্থানীয় লোকজনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধা মহিলাটি। বর্তমানে তাকিয়ে সরকারি সাহায্যের দিকে।

ক্রাইম ডেস্ক

মহেশতলায় বৌমার হাতে শাশুড়ি খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩১ মার্চ সকাল সকাল মহেশতলা থানায় এসে ভারতী নস্কর নামে এক গৃহবধূ পুলিশ আধিকারিকদের জানান তিনি তার শাশুড়ি মাকে নিজের হাতে খুন করেছেন। এই কথা শুনে পুলিশ রীতিমতো হতবাক। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সপা রায়পুরে। ওই গৃহবধুর শাশুড়ির নাম যমুনা নস্কর (৭৬)। পুলিশের জেরায় ওই গৃহবধূ জানান, প্রতিদিনই তার শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলা লেগে থাকতো, আর সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজের হাতেই খুন করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তার শাশুড়িকে উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই গৃহবধুর স্বামী গোপাল নস্কর জানান, তার স্ত্রী এবং মাকে নিয়েই সংসার কাটছিল, কিভাবে কি হল বুঝতে পারছিনা। ওই ব্যক্তি একটি বেসরকারি ব্যাটারি তৈরীর কারখানায় কাজ করেন। পুলিশি সূত্রের খবর, ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষাধিক টাকা তছরুপ, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষাধিক টাকা তছরুপ করার অভিযোগে জয়নগর থানার বামুনগাছি এলাকা থেকে ধৃত এক মহিলাকে ৩০মার্চ জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গত এক মাস আগে জয়নগর ১ নং ব্লকের বামুনগাছি পঞ্চায়েত এলাকার মা তারা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলার নামে গোষ্ঠীর আরেক মহিলা লক্ষাধিক টাকা তছরুপের অভিযোগ দায়ের করেন জয়নগর থানায়। আর অভিযোগ দায়েরের পরে অভিযোগের গুরুত্ব দিয়ে তদন্তে নেমে জয়নগর থানার পুলিশ ২৯ মার্চ জয়নগর থানার বামুনগাছি এলাকা থেকে কাকলি অধিকারী নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

মৃতদেহ উদ্ধারে গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ মার্চ ভোরে কানাচি গ্রামে মা ও পাঁচবছরের শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। মৃতের নাম সুমি হাঁসদা (২৫)। কানাচি গ্রামে শাশুড়ি ও পাঁচবছরের ছেলেকে নিয়ে থাকতো সুমি । স্বামী মাস দেড়েক আগে কাজ করতে মুম্বই গিয়েছে। সে প্রাক্তন সেনাকর্মী আবদুল গফফরের বাড়ি কাজ করতো, তার শাশুড়ি বাইরে গিয়েছিল । রাতে বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে একাই ছিল সুমি । ভোরে এলাকার লোকজন হইচই শুনতে পেয়ে সুমির বাড়ীতে গিয়ে দেখে ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে পাঁচবছরের ছেলের রক্তাক্ত দেহ মা মেঝেয় শুয়ে ছটফট করছে । তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে প্রথমে মল্লারপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় সেখান থেকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় । সেখানে চিকিৎসাচলাকালীন মৃত্যু হয় সুমি হাঁসদার । কানাচি গ্রামের বাবু শেখ এবং ডাম্বেল টুডু নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ ।

গড়িয়ায় অভিনব উপায়ে ব্যাংকের সামনে ছিনতাই, ধৃত ১, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, গড়িয়া : গড়িয়ায় অভিনব উপায়ে ব্যাংকের সামনে ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য। গড়িয়ায় ব্যাঙ্কে ঢোকার মুখে লাথি মেরে ফেলে এক মহিলার ব্যাগ ছিনতাই করলো দুষ্কৃতি,চলল গুলিও! ধৃত ১। শুক্রবার ভরদুপুরে অভিনব ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল দ: ২৪ পরগনার গড়িয়া এলাকায়। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত না-হলেও চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আতঙ্কে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এদিন গড়িয়ার একটি রাস্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। ঠিক ব্যাঙ্কে ঢোকার মুখে তাঁর ব্যাগ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে চার অচেনা যুবক। বাধা দিতেই তাঁকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে ওই চার জন। পথচলতি এক ব্যক্তি বাধা দিতে যেতেই চলে এক রাউন্ড গুলি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, এ দিন দুপুরে শ্যামলী চক্রবর্তী নামে এক মহিলা ব্যাঙ্কে যাচ্ছিলেন। গড়িয়ার মহামায়াতলার কাছে দুটি মোটরবাইক থেকে চার জন এসে শ্যামলী দেবীর ব্যাগ ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। তিনি বাধা দিতে গেলে আক্রান্ত হন। এর মধ্যে এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামলী চক্রবর্তী জানান, তাঁর ব্যাগের মধ্যে নগদ ৭০০ টাকা এবং দরকারি কিছু কাগজপত্র ছিল। শ্যামলী বলেন, আমি ব্যাঙ্কে ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আমাকে বন্দুক দেখিয়ে আমার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে পালায় চার জন। একটি গুলিও করে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সামনে এক জন ছিনতাইয়ে বাধা দিয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে একটি গুলি চালায় ওরা।'ইতিমধ্যে যে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার নাম সূরজ শেখ। তার বাড়ি বজবজ এলাকায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আর দিনে দুপুরে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পোস্ট অফিসের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পোস্ট অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ সর্বানি মল্লিক চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের একাধিক বিচারপতি। উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের বার সেক্রেটারি মনোজ পন্ডা সহ আইনজীবীরা।

গুলিতে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : গত ২৭ মার্চ রাতে মদের নেশায় বন্দুক নিয়ে কেরামতি দেখাতে গিয়ে বন্ধুর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আর এক বন্ধুর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ খয়রাশোল ব্লকের পারসুন্ডি গ্রামপঞ্চায়েতের আরং গ্রামে। বুকে গুলি লেগে মৃত্যু হয় পথিকপাবন মণ্ডল (২১) নামে এক যুবকের। ঘটনার পর বন্ধুরা পুলিশে খবর দেয়। গভীররাতে কাঁকরতলা থানার পুলিশ দুই বন্ধু প্রসেনজিৎ বাউড়ি ও ভোলানাথ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলা শাসকের প্রতিশ্রুতি জোঁকার অধিবাসীরা বরাদ্দ অনুযায়ী রেশন পাবে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

গত ২৯শে মার্চ '৭৪ জোঁকা অঞ্চলের প্রায় শতাধিক মহিলা ও পুরুষ সর্ব্বশ্রী কানাই মণ্ডল, শিশির গোস্বামী, শ্রীমতী হেনা দত্ত এবং শ্রীমতী মায় ভট্টাচার্য্যর নেতৃত্বে আলিপুরের এস. ডি. ওর কাছে পূর্ণরেশনিং এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে পূর্ব্ব কর্ম্মসূচী অনুযায়ী আইন ভঙ্গ আন্দোলন শুরু করেন।

সংবাদে প্রকাশ দুপুরে ১২টায় মিছিল করে আন্দোলনকারীরা এস, ডি. ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে দেখেন তিনি অনুপস্থিত। তথাপি তাঁরা এস.ডি.ওর ঘরের ভিতর বসে পড়ে এবং পূর্ণ রেশনিং এর দাবীতে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে। বেলা প্রায় একটার সময় আন্দোলনকারীরা অতিরিক্ত জেলা শাসক মিঃ সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করেন। মিঃ সেনগুপ্ত সঠিক কোন জবাব দিতে না পারায়, আন্দোলনকারীরা জেলা শাসকের কাছে জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন বলে স্থির করেন এবং এস.ডি.ওর ঘর দখল করে সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে নানা ধ্বনি দিতে থাকেন।

আন্দোলনকারীদের জনৈক প্রতিনিধি জানান দীর্ঘ ২৮ দিন ধরে ঠাকুরপুকুর ৩এ বাস স্ট্যাণ্ডে পূর্ণরেশনিং এর এই সম্পর্কে প্রায় চার শতাধিক নরনারী অনশন সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে বহুবার জেলা শাসকের কাছে দরবার করা হয়েছে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি। অবশেষে আলিপুর সদর মহকুমা অফিস এবং সদর মহকুমা খাদ্য সহবরাহ অফিস ঘেরাও এর পর জেলা শাসকের পক্ষে মিঃ এ সুর এক লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন জোঁকা অঞ্চলের ফিনজ্ এলাকার জন্য এপ্রিল মাসে বরাদ্দ অনুযায়ী রেশন সরবরাহ করা হবে।

৮ম বর্ষ, ৬ই এপ্রিল ১৯৭৪, শনিবার, ২২শ সংখ্যা, ২৩শে চৈত্র, ১৩৮০

বাওয়ালী পোস্ট অফিসের সংস্কার জরুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২০ বছরের পুরনো ঘরে বাওয়ালীর পোস্ট অফিস। বয়সেরভারে জরাজীর্ণ অবস্থা। ছাদ থেকে প্রায়ই চাঙর ভেঙে পড়ে। চার পাঁচ জন কর্মচারী সহ গ্রাহক কুল ভয়ে ভয়ে কাজকর্ম সারে এই বুঝি বড়সড়ো কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। বাওয়ালী জমিদার বাড়ীর বয়স্ক সদস্য সমর মণ্ডল মহাশয় বলেন যে এই বাড়ীটা ছিল মন্দিরের রুটি ঘর। আমার বাবা এটা পোস্ট অফিস করতে দিয়েছিল। প্রথমে টিনের শেড ছিল একবার ঝড়বৃষ্টিতে তা উড়ে যায়। সেটা ১৯৭৭-৭৮ সাল হলে। আমি বিভিন্ন স্থান থেকে জোগাড় যান্তি করে ছাদ করে দিই। এখন সেই ছাদ থেকে চাঙর খসে খসে পড়ছে। ভয় হয় পোস্ট অফিসের নিরাপত্তা নিয়েও। বর্তমান পোস্ট মাস্টার বিভূতিভূষণ দিন্দা বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু গোল বেঁধেছে জায়গার দাগ নম্বর নিয়ে। জায়গার দাগ নম্বর দিয়ে লিখিত দরখাস্ত করতে বলেছে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জায়গার দাগ নম্বর পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টা চলছে। দাগ নম্বর পেলেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। তার আগে ভাগ্যের ভরসায় দিন কাটাতে হবে।

সুন্দরবনে বাঘের মতন বাড়ল কুমিরের সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : : বাঘের মতন বাড়লো সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা ও। সুন্দরবনে বাঘের মত বাড়ছে কুমিরও। এবারের গণনায় খোঁজ মিলেছে ১৬৮ টি কুমিরের। তবে বন দফতরের দাবি কুমিরের আসল সংখ্যা আরও বেশি হবে। ১২ বছর পর এবছর হয় এই কুমির গণনা। এই গণনা থেকে সুন্দরবনের কুমিরের চরিত্র,বাসস্থান, খাদ্য তালিকা সহ অনেকগুলি বিষয় বিশ্লেষণের কাজ করা হচ্ছে। বনদফতর সূত্রের খবর, গত কুমির সুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনে ১৪১টি কুমিরের উপস্থিতি জানা গিয়েছিল। তবে একেবারে ছোট কুমিরকে গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেবার। এবার বেশ খানিকটা বেড়েছে কুমিরের সেই সংখ্যা। এবার সেই সংখ্যাটা হয়েছে ১৬৮। এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, সুন্দরবনের ৪২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়েই এই গণনার কাজ করা হয়েছে। সরাসরি দেখে ও এলাকায় কুমিরের উপস্থিতি অনুভব করে সংখ্যাটি নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১২ সালের পরে এ বছর এই গণনার কাজ করা হয়েছে। ৩১ টি দল তিন দিন ধরে এই কাজ করে সুন্দরবনে বাঘের মতন কুমিরের সংখ্যা বাড়ায় খুশি পর্যটকেরা।

আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল কাঠের গোলা জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্যরাতে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল জয়নগরের একটি কাঠের গোলা। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় এলাকারই কয়েকজন যুবক আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। খবর পেয়েই ২মার্চ সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশ এবং ঘটনা তদন্ত শুরু করে।

জয়নগর থানার অন্তর্গত হরিনারায়নপুর অঞ্চলের রামচন্দ্রপুর পাঁচঘড়া গ্রামের বাসিন্দা অশোক নস্করের কাঠের গোলা ভোর তিনটে নাগাদ দাউদাউ করে জ্বলতে দেখে প্রতিবেশী এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে ওই গোলার মালিকদের খবর দিলে এলাকার মানুষের প্রচেষ্টায় দীর্ঘক্ষণ পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কাঠের গোলায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় যে এলাকারই কয়েকজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় পরিকল্পনা করেই কাঠের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। খবর পেয়ে এই ঘটনাস্থলে পৌঁছে জয়নগর থানার পুলিশ এবং আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করে। তবে কাঠের গোলার মালিক অশোক নস্কর হরিনারায়নপুর অঞ্চলের বানেশ্বরপুর গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি হওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। প্রশ্ন উঠছে নির্বাচনের আগে বিরোধী দল আগুন লাগিয়ে দিল না তো ? যদিও জয়নগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দোষী ব্যক্তিদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আরপিএফ এর সৌজন্যে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ফেরত পেলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেসরকারী হোটেল কাজ করতেন যুবক। শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজ ও প্রয়োজনীয় মূলবান কাগজ পত্র ব্যাগে নিয়ে বেরিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য।উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর স্টেশন থেকে ডাউন বনগাঁ-ক্যানিং লোকালে চেপে বসেছিলেন সোনাই দাস নামে ওই যুবক।দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেমে পড়েন।ট্রেন ছেড়ে যেতেই সম্বিত ফেরে যুবকের। বুঝতে পারেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ব্যাগ ট্রেনের কামরায় থেকে গিয়েছে।ততক্ষনে প্রায় এক ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।নিরুপায় হয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে চলে আসেন ওই যুবক।হারিয়ে যাওয়া ব্যাগের বিবরণ জানিয়ে রেলপুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগ পেয়েই তৎপরতার সাথে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগের খোঁজ শুরু করেন আরপিএফ।শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক স্টেশন ক্যানিং থেকে ব্যাগ উদ্ধার করেন কর্তব্যরত আরপিএফ এর এএসআই এ কে রাম ও মহিলা হেড কনস্টেবল স্বর্ণলতা বিশ্বাস।এরপর ওই যুবকের হাতে হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ তুলে দেয় আরপিএফ। আরপিএফ এর এমন তৎপরতা এবং উদ্যোগ কে প্রশংসা করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে সোনাই দাস।

শিশুপুত্র হত্যার দায়ে দুজনকে ফাঁসি দিল হাওড়া জেলা আদালত

অশোক সেন, হাওড়া : গত ২৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার প্রথম ফাস্ট ট্র্যাক ও অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি সন্দীপ চক্রবর্তী হাওড়া জি আর পি থানার অন্তর্গত একটি মামলায় নিজের দেড় বছরের শিশুপুত্রকে হত্যা করা ও প্রমাণ লোপাট করার অভিযোগে ছেলেটির মা হাসিনা সুলতানা ও তার প্রেমিক ভান্নুর শা-কে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২, ২০১ ও ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন। এপ্রসঙ্গে সরকার পক্ষের আইনজীবী অরিন্দম মুখোপাধ্যায় বলেন, ঘটনার সুত্রপাত অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর জেলায়। সেখানকার টেনালী থানার অন্তর্গত রাইস মিল কলোনীতে মা রশিদা বিবির কাছে দেড় বছরের ছেলে সেখ জিশান আহমেদকে নিয়ে থাকতো হাসিনা সুলতানা। গর্ভবতী অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে ঝগড়া করে স্বামীকে নিয়ে মায়ের কাছে এসে ওঠে সে। জিশানের জন্মের কিছুদিন পর স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি করে মায়ের বাড়ি থেকে স্বামীকেও সে বার করে দেয়।

ইতিমধ্যে নতুন করে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ছোটবেলার প্রেমিক ভান্নুর শায়ের সাথে। কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়েবাড়ি যাবার অজুহাতে, মায়ের বাড়ী ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে আসে গত ২০১৫ সালের ২২ ডিসেম্বর তারিখ সন্ধ্যাবেলায়। কাউকে কিছু না বলে প্রেমিকের হাত ধরে ছেলেকে নিয়ে পাড়ী জমায় হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বাঞ্জারা হিলস এলাকায় চাওমতী বলে এক মহিলার কাছ থেকে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে আরম্ভ করে। এদিকে কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পরেও মেয়ে বা নাতী না ফিরে আসায় ২৯ ডিসেম্বর টেনালী থানায় তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন দিদিমা রশিদা বিবি। অভিযোগের ভিত্তিতে টেনালী থানা থেকে মা ও ছেলের ছবি দিয়ে লুক-আউট নোটিশ জারী করে ছড়িয়ে দেওয়া হয় চারদিকে। ওদিকে, ছেলের কারণে নিজেদের মেলামেশাতে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় গত ২০১৬ সালের ২২ জানুয়ারি রাতে হাসিনা ও ভান্নুর মিলে খুন করে অসহায় জিশানকে। পরদিন সকালে একটি ট্র্যাভেল ব্যাগের ভিতর জিশানের মৃতদেহ ভরে ভান্নুর রেখে আসে সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ফলকনামা এক্সপ্রেসের সিটের নীচে।

২৪ জানুয়ারি ফলকনামা এক্সপ্রেস এসে পৌঁছায় হাওড়া স্টেশনে। নিয়ম মোতাবেক ট্রেন পরীক্ষা ও পরিষ্কার করার সময় রেল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে সিটের নীচে রাখা ব্যাগটি। সাক্ষীদের সামনে ব্যাগটি খোলা হলে উদ্ধার হয় একটি অজ্ঞাতপরিচয় বাচ্চার মৃতদেহ যার শরীরে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। হাওড়া জি আর পি থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অজ্ঞাতপরিচিত দুষ্কৃতিকারিদের বিরুদ্ধে খুন ও প্রমাণ লোপাটের মামলা শুরু করে। তদন্ত শুরু করেন সাব-ইন্সপেকটার স্বপন দাশ। দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ময়নাতদন্তে শিশুটির শরীরে ১২টিরও বেশী গভীর আঘাতের চিহ্ন গেলে। ডাক্তারবাবু জানান শিশুটিকে খুনই করা হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন পুলিশের নজরে আসে অন্ধ্রপ্রদেশের টেনালী থানার জারী করা লুক-আউট নোটিশটি। মৃত শিশুটির ছবি নিয়ে পুলিশ রওয়ানা হয় অন্ধ্রপ্রদেশের টেনালী থানার উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে দেখা যায় মৃত শিশু ও নোটিশের শিশুর ছবি একই শিশুর। খুঁজে বার করা হয় শিশুটির বাবা শেখ রিয়াজকেও। সেও শিশুটিকে নিজের ছেলে বলে সনাক্ত করে। পুলিশ এরপর শিশুটির দিদা, মিসিং ডায়রী করা রোশন বিবিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, দেখানো হয় মৃত শিশুটির ছবি। তিনিও শিশুটিকে সনাক্ত করেন। ইতিমধ্যে দেখা যায় শিশুটির মা হাসিনা তার মায়ের বাড়িতে ফিরে এসেছে। তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে অবশেষে সে পুলিশের কাছে সমস্ত দোষ স্বীকার করে। হাসিনাকে নিয়ে পুলিশ পাড়ি দেয় ভান্নুর বাড়ির উদ্দ্যেশ্যে। সেখানে গিয়ে তাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলে অবশেষে সেও পুলিশের কাছে সমস্ত দোষ স্বীকার করে। দুজনকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ হাওড়া আদালতে হাজির করে।

পুলিশ হেফাজতে জেরায় আসামীরা বলে, হায়দ্রাবাদে ঘটনার দিন অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি রাতে তারা প্রথমে শিশুটিকে একপাতা সেট্রিজিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে খাওয়ায়। এরপরে শিশুটি ঝিমিয়ে পড়লে, তাকে তারা একাধিক আঘাত করে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পরে পরদিন বাড়িওয়ালী শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে সে তার দিদার বাড়ীতে আছে। পরে তারা ওই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায় ও নিজেদের অন্ধ্রপ্রদেশের বাড়ীতে ফিরে আসে। আসামীদের বক্তব্য যাচাই করতে, তাদের নিয়ে পুলিশ এবার পাড়ি দেয় হায়দ্রাবাদে বাঞ্জারা হিলস এর উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে পুলিশ বাড়ীওয়ালী ও আশেপাশের স্বাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা আসামীদের ও মৃত শিশুটিকে সনাক্ত করে। এছাড়াও পুলিশ সেকেন্দ্রাবাদ স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে ২৩ তারিখের সিসি টিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে, যাতে ভান্নুরকে ব্যগ হাতে করে ফলকনামা এক্সপ্রেসে উঠতে দেখা যায় ও কিছু পরে খালি হাতে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় সেট্রিজিন ট্যাবলেটের খালি পাতা। তদন্ত চলাকালীন শিশুটির বাবা শেখ রিয়াজ ও আসামী হাসিনা আদালতের কাছে গোপন জবানবন্দি দেয় যাতে হাসিনা তার সকল দোষ স্বীকার করে। আরো জানা যায় যে, গ্রেফতারের সময় হাসিনা আবার তিনমাসের অন্তঃসত্বা ছিল এবং জেলে থাকাকালীন সে আবার একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় যার পিতৃত্ব ভান্নুর নিজের বলে আদালতে দাবী করে।

অরিন্দমবাবু আরও জানান যে, মামলার বিচার শুরু হলে আসামীরা নিজেদের সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে দাবী করে। বিচার চলাকালীন সরকারপক্ষের তরফে মোট ১৫ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্যগ্রহন করা হয়। সাক্ষীদের গ্রেফতার করে অন্ধ্রপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ থেকে আদালতের কাছে হাজির করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন সাব-ইন্সপেকটার বিকাশ মুখোপাধ্যায়।

অবশেষে ২৯ ফেব্রুয়ারি আদালত ৩০২/০৪ ধারায় হাসিনা ও ভান্নুর দুজনকে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। এছাড়াও ২০১/৩৪ ধারায় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজর টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরও একবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৬ এপ্রিল – ১২ এপ্রিল ২০২৪

রামধনু অস্তাচলে

ইন্ডিয়া জোটে আমি কিন্তু নেই– এ যেন খানিক সোনার পাথর বাটির উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গের বিয়াল্লিশটি লোকসভা আসনে, রামধনু জোট হয়নি যদিও দিল্লিতে হাতে হাত ধরে বিরোধী ঐক্যের মঞ্চে নেতাদের উপচেপড়া ভিড় সেদিনের জয়প্রকাশ নারায়ণের ইন্দিরা বিরোধী জোটকেও লজ্জা দেবে। এক নায়কতন্ত্রের খোলা হাওয়াতে ইন্দিরা প্রশাসন সে সময় দেশ ব্যাপী জরুরি অবস্থা জারী করে গণতন্ত্রের কন্ঠরোধ করেছিল। পরিণামে কেন্দ্রে প্রথম মোরারজি দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে অ–কংগ্রেসী জনতা দলের শাসন ও তিনবছরের মধ্যেই আবার একটা সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল ভারতবাসীকে। এরপর জোট রাজনীতি ও কোয়ালিশন সরকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা কখনও সফল হয়েছে কখনও বা নিদারুণ ব্যর্থতায় মুখ লুকাতে হয়েছে। একদা দুটি সিট থেকে চারশ পার সিটের স্বপ্ন দেখা ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর গণতন্ত্রের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। যদিও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিরোধী জোট প্রার্থী দেবার ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে।

এরাজ্যে শাসক তৃণমূল বিরোধী জোট কিংবা ঐক্যের তোয়াক্কা না করেই সব কটি আসনে প্রার্থীপদ ঘোষণা করে। অন্যদিকে কংগ্রেস–বামফ্রন্ট আসন সমঝোতা করলেও বামফ্রন্টের অন্দরে সঙ্গতভাবেই বেসুরো কণ্ঠ শোনা গেছে। বামনেতা বিকাশ ভট্টাচার্য ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বকে একহাত নিলেও ফরোয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায় স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন বিমান বসু কিংবা সেলিম সাহেবরা ফরোয়ার্ড ব্লকের পদক্ষেপে আপত্তি তোলেননি। ফরোয়ার্ড ব্লক অতীত ঐতিহ্যের কারণেই কংগ্রেসের হাত ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত। ডায়মণ্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে বিরোধী দলগুলিকে হিসাব নিকেশের জেরে জেরবার হতে হয়েছে।

বাংলার আকাশে কেন রামধনু জেগে উঠল না সে এক আজব ধাঁধা। সুকুমার রায় বেঁচে থাকলে তাঁর আবোলতাবোলে নিশ্চয়ই পদ্য লিখতেন। রাজনীতি ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এখানে স্থায়ী বন্ধু বা স্থায়ী শত্রু থাকে না। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর এ রাজ্যে হাত–কাস্তের লড়াই রাজ্যবাসী দেখেছে। ত্রিরঙ্গা বনাম কাস্তে হাতুড়ির লাল ঝাণ্ডা যখন এখন পথে নামে, বিজেপির বিরুদ্ধে আগুনঝরা বক্তব্য রাখে ঠিক তখনই অন্য কোনও পাড়াতে কোনও মিটিংয়ে ঘাসফুলের শাসকদল দিল্লির শাসক দলের বিরুদ্ধে গ্রীষ্মের তীব্রদহন জ্বালার চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী অগ্নিবান নিক্ষেপ করে চলেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার আজও বিগ্রেডের গাছপালা, অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা শহিদ মিনার সাক্ষী, বাম–বিজেপি–তৃণমূলের নেতৃত্ব হাতে হাত ধরে ঐক্যের রামধনু রাঙা রঙে লড়াইয়ের শপথ নিয়েছিল।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

সরস্বতী বললেন, লীলা! বিদূরথরূপী তোমার স্বামী রাজা পদ্ম হয়ে শবাকার অবস্থায় নিজ রাজ্যপ্রাসাদে এখন জগৎভ্রান্তিতে রাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন। বিদূরথের যুদ্ধ, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু, রাজ্যের জনগণ সবই এক ভ্রান্তিদর্শন। দ্বিতীয় লীলা ভ্রান্তি বশতঃ রাজ মহিষী হয়েছেন, পদ্ম ভ্রান্তিময় কল্পনায় তোমাকে, দ্বিতীয় লীলাকে দেখেছেন। তুমিও এতকাল ভ্রান্তিবশতঃ কল্পনাতে যাবতীয় দর্শন করেছ। সবকিছু স্বপ্নে প্রতিভাত হয়েছে। এইভাবে জগৎ প্রকাশ পেয়ে দৃশ্যমান হয়েছে। পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হলে দৃশ্য নামে পরিচিত এই জগৎ অবলুপ্ত হয়। একমাত্র আত্মাই পূর্ণ সত্য। সেই আত্মার আশ্রয়েই রাজা তুমি আমি আপন আপন ভ্রান্তিবশে এইসব প্রকাশ পাচ্ছে। তোমার স্বামীর মৃত্যুকালে তোমার প্রতিবিম্বের অনুরূপ এবং তাঁর বাসনাময়ী এই দ্বিতীয় লীলাকে দেখছিলেন। চিত্ত আধিভৌতিক ভাব গ্রহণ করলে অসত্য ভৌতিক ভাবকে সত্য এবং আতিবাহিক ভাবকে কল্পনা ও অসত্য মনে করে। আবার যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হয়, তখন ভূত ভাবকে অসত্য বোধ করা সম্ভব হয়, এবং সূক্ষ্ম আতিবাহিক ভাবই জ্ঞানীর পক্ষে অধিক বাস্তব বোধ হয়। আত্মা সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান। দৃঢ় অভিনিবেশে বাসনার দরুন যে শক্তির উদয় হয়, তিনি সেই অনুযায়ী দৃশ্যমূর্তি ধারণ করে থাকেন। তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ হল স্বপ্ন। দ্বিতীয় লীলা আমার পূজা ক’রে প্রার্থনা করতেন আমি যেন স্বামীবিধুরা বিধবা না হই’। তাই তুমি দেখতে পেলে, বিদূরথের মৃত্যুর পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। আমি তোমাদের চৈতন্যাংশের চেতনারূপিনী দেবী হওয়ায় এই কার্য্য করতে বাধ্য হয়েছি।

বশিষ্ঠ বললেন, কন্যাসহ দ্বিতীয় লীলা আতিবাহিক দেহে লোকলোকান্তর অতিক্রম করে পদ্মরাজার শব যে রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে, সেখানে উপস্থিত হলেন। প্রথম লীলা বাগদেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন দেবি! দ্বিতীয়া লীলা স্থূল শরীরে তাঁর পূর্ব স্বামী পদ্মরাজার কাছে যেতে পারলেন না কেন? সরস্বমী দেবী বললেন, ছায়া কখনও রৌদ্রের কাছে যেতে পারে না, অপ্রবুদ্ধ মানুষও সশরীরে সিদ্ধলোকে যেতে পারে না, অসত্য কখনও সত্যের সঙ্গলাভ করতে পারে না। সৃষ্টির পূর্বে হরণ্যগর্ভা ব্রহ্মা এই নিয়ম নির্দিষ্ট করেছেন। ‘আমি স্থূলদেহী, সূক্ষ্মআকাশে গমন করা অসম্ভব’ এই সঙ্কল্প ব্রহ্মার অন্তরে দৃঢ় হওয়ায় তা নিয়মরূপে প্রচলিত। স্থূলদেহীকে বরপ্রভাবে প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়ে সূক্ষ্মত্বধারী করা যায়, যেন কোন কথা সঠিক স্মরণে না এলে অন্য কেউ যদি স্মরণ করিয়ে দেয়, তবে স্মৃতি ফিরে আসে। বর বা অভিশাপ প্রাক্তন কর্ম–বাসনাকে প্রকাশিত করে দেয়। বর ও শাপও আবার প্রাক্তন বাসনা এবং সেই অনুসারে কর্ম অনুসারী হয়। হে রাম।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

সেই মোহনভোগ

ব্যান্ডেল কাটোয়া লাইনে যারা নিয়মিত যাতায়াত করেন তারা অবশ্যই দেখে থাকবেন এই মোহনভোগ, কখনো আস্বাদনও করেছেন, এই মিষ্টির কোনো ভৌগলিক উৎপত্তি না থাকলেও কাটোয়া রুটের যাত্রীরা এর অমৃত সমান স্বাদের সাথে পরিচিত

যাদবপুর কেন্দ্রে ত্রিমুখী লড়াই হলেও মূল টক্কর তৃণমূল বনাম বিজেপি

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। একদা বাম দুর্গ হিসাবে পরিচিত ছিল এই যাদবপুর কেন্দ্রটি। কিন্তু বর্তমানে সেই বাম দুর্গ তৃণমূলের ঝড়ে খান খান হয়ে গেছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রটিতে বামপ্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তৃতীয় সারিতে চলে গিয়েছিলেন। সকলকে অবাক করে দিয়ে এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের পরের ধাপে উঠে এসেছিলেন বিজেপির অনুপম হাজরা। সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র যেমন বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, ভাঙর কেন্দ্রগুলোতে এগিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মিমি চক্রবর্তী। তিনি পেয়েছিলেন ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৭২ টি ভোট। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন বিজেপির অনুপম হাজরা তিনি পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৩৩টি ভোট। তৃতীয় স্থানে ছিলেন বামপ্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য তার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৩ লক্ষ ২ হাজার ২৬৪ টি ভোট। এবার এই কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস মিমি চক্রবর্তীকে প্রার্থী না করে আরেক অভিনেত্রী সায়নী ঘোষকে প্রার্থী করেছে। বিজেপি প্রার্থী করেছে ডঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলীকে। সিপিএমের প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। আইএসএফ প্রার্থী করেছে আইনজীবী নূরআলম খানকে। সব রাজনৈতিক দলই এখানে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। এখানে ত্রিমুখী লড়াই হলেও মানুষ বলছে মূল টক্করটা হবে তৃণমূল বনাম বিজেপির সঙ্গে। গ্রাম ও শহরকেন্দ্রিক এই লোকসভা কেন্দ্রে সমস্যা ছিল উদ্বাস্তুদের বিষয়টি নিয়ে। বাম আমলে অনেক উদ্বাস্তু কলোনির মানুষজন বামেদেরই সমর্থন করে এসেছে। তবে এবারে কেন্দ্রীয় সরকারের সিএএ কার্যকর হতে বিজেপি প্রার্থী তার ফসল তুলতে জোর কদমে প্রচার চালাচ্ছেন। উদ্বাস্তু কলোনির মানুষরাও এখন নতুন করে নাগরিকত্বের স্বপ্ন দেখছেন। বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার অনির্বাণ গাঙ্গুলী ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বেশ কয়েকটি সভা সমিতি করেছেন।

সম্প্রতি এই কেন্দ্রে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিজয় সংকল্প সভায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ভিড় দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। সায়নী ঘোষ রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সামনে রেখে প্রচার করছেন। কোথাও কোথাও জনসংযোগ বাড়াতে তাকে নৃত্য পরিবেশনা করতে হচ্ছে। বামপ্রার্থী প্রচার করলেও, সেভাবে অন্য দুই প্রার্থীর মত সাড়া পাচ্ছেন না। তাছাড়া গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাঙ্গড় বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়। ভাঙড় এখন আইএসএফের দূর্গ হয়ে গেছে। তাই আইএসএফ প্রার্থী দেওয়ায় তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কে প্রভাব পড়বে। যার ফলে লাভবান হবে বিজেপি প্রার্থী। সন্দেশখালীর ঘটনার পরবর্তী সময়ে ভোটাররা অনেকটাই প্রভাবিত হবেন বলে রাজনৈতিক সূত্রের খবর। তাছাড়া শাসকদলের অনেক নেতাই দুর্নীতির অভিযোগে একে একে জেলে যাওয়ার ঘটনাকেও জনগণ ভালো চোখে নিচ্ছে না। অনেকেই বলছেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রটি একটি এলিট কেন্দ্র। গত লোকসভা নির্বাচনের পর জয়ী সাংসদ মিমি চক্রবর্তীকে যাদবপুরবাসী নাকি সেভাবে তাদের বিপদে পায়নি। তাই যাদবপুরবাসী অনেক ভেবেচিন্তেই এবারে সিদ্ধান্ত নেবেন। বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গাঙ্গুলীও ইতিমধ্যেই প্রচারে যথেষ্ট ঝড় তুলেছেন। অন্যদিকে বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট হয়েছে। সূত্রের খবর অনেক আদি তৃণমূল নেতা–নেত্রীরা নাকি এখনো হাত গুটিয়ে বসে আছেন সেভাবে লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সক্রিয় হচ্ছে না। যেটা তৃণমূলকে যথেষ্ট অস্বস্তিতে রেখেছে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এবং গণনা কেন্দ্রে কোন কারচুপি না হলে যাদবপুর কেন্দ্রে এবার পরিবর্তন হবেই। অন্যদিকে তৃণমূল সূত্রের দাবি, মানুষ এবার ভোট দেবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিষেবা দেখে। বিজেপির মতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তৃণমূল সরকার দেয় না, তাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যাদবপুর কেন্দ্রে আবারো নির্বাচিত হতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। তবে কারা সফলতা পায় তা জানার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ৪ জুন পর্যন্ত।

নীরবে ভোট বৃদ্ধির জল্পনায় নেই তৃণমূল

দেবাশিস রায়

বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে এবারে সিপিএমের জোট প্রার্থী নীরব খাঁ। মাঝবয়সী শিক্ষক নেতা–প্রার্থীকে সামনে রেখে এই কেন্দ্রে এবার নাকি নীরবে ভোট বৃদ্ধি হচ্ছে অর্থাৎ সিপিএম তথা বাম–কংগ্রেস জোট তাদের হারিয়ে যাওয়া জনসমর্থনের অনেকখানিই ফিরে পাচ্ছে’ এমনই দাবি, সিপিএম শীর্ষ নেতৃত্বের। এনিয়ে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সর্বত্রই জোর জল্পনা চলছে।যদিও সেই জল্পনায় কোনওভাবেই জল ঢালতে না চেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব বরং গোটা বিষয়টির ওপর পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে।একাধিক মহলের অভিমত, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের দিকে ব্যাপকভাবে চলে যাওয়া বামজোটের ভোট যদি সিপিএম প্রার্থী নীরব খাঁ পুনরুদ্ধার করতে পারেন তাহলে এবারে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার নিশ্চিতভাবেই প্রবল চাপের মুখে পড়তে চলেছেন।অন্যদিকে, এই ভোট সমীকরণের কারণে বাড়তি সুবিধা লাভ করতে পারবেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার। এককথায়, এবারেও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে জোরদার ত্রিমুখী লড়াইয়ের আবহ। যদিও বিগত একাধিক নির্বাচনে ফলাফলের নিরিখে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসই এগিয়ে রয়েছে।এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্র হল–কাটোয়া, কালনা, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, জামালপুর, মেমারী এবং রায়না।

২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই সাতটি কেন্দ্রেই জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস।গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অবশ্য পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটি অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি।২০১৯ সালে এই লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুনীলকুমার মণ্ডল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী পরেশচন্দ্র দাসকে ৮৯,৩১১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের মালা পরেছিলেন।বিদায়ী সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডলের মোট প্রাপ্ত ভোট ছিল ৬,৪০,৮৩৪(৪৪.৫২%) এবং বিজেপি প্রার্থী পেয়েছিলেন ৫,৫১,৫২৩(৩৮.৩২%) ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের প্রাপ্ত ভোট ছিল ১,৭৫,৯২০(১২.২২%)। চতুর্থ স্থান লাভ করা কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্ধার্থ মজুমদার ভোট পেয়েছিলেন ৩৮,৪৭২(২.৬৭%)।এছাড়াও এই কেন্দ্রে বহুজন সমাজ পার্টি ০.৬২%, এস ইউ সি আই ০.৪৫% এবং ভারতীয় ন্যায় অধিকার রক্ষা পার্টি ০.৪৫% ভোট পেয়েছিল। নোটার প্রাপ্ত ভোট ছিল ১০,৭৬০(০.৭৫%)। সেবারে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মত এই কেন্দ্রেও বাম–কংগ্রেস জোট না হওয়ায় তারা বিভিন্ন ইস্যুতে একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে ছাড়েনি। তবে, এবারে বাম–কংগ্রেস জোট বেঁধে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে নামায় এখানেও লড়াইটা কার্যত জমে উঠেছে। যদিও বিজেপি এই কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থীপদে প্রসিদ্ধ কবিয়াল তথা হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকারের নাম ঘোষণা করার পরপরই তাঁকে ঘিরে ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।বিজেপি প্রার্থীর আপত্তিকর ও বিতর্কিত একাধিক ভিডিয়ো ফুটেজ এই কেন্দ্রের অসংখ্য ভোটারের স্মার্টফোনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সোশাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় তার বাড়তি সুবিধা নিতে শুরু করেছে বিরোধী দলগুলি। যা নিঃসন্দেহে বিজেপির ক্ষেত্রে চরম অস্বস্তিদায়ক।

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপি প্রার্থীর ওই ভিডিয়ো ফুটেজগুলি(যদিও আলিপুর বার্তা এই ভিডিয়ো ফুটেজ যাচাই করেনি)বেশ পুরনো এবং যথেষ্টই বিতর্কিত।একটি ফুটেজে তো বিজেপি প্রার্থীকে আপত্তিকর শব্দে কথা বলতে এবং জনগণের উদ্দেশ্যে অশ্লীল ভাষায় শাসানি দিতেও দেখা যায়।এই ভিডিয়ো ফুটেজ বিষয়ে বিরোধী দলগুলি সামাজিক মাধ্যমে সরব হওয়ার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতনভাবে ভোট দেওয়ার আবেদনও জানাচ্ছে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ এই ভাইরাল বিষয়টিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বললেও ভোটে এর কোনও প্রভাব পড়বে না বলেই মত প্রকাশ করছেন। বিজেপির বর্ধমান পূর্ব সাংগঠনিক জেলার অন্যতম শীর্ষ নেতা অনিল দত্ত বলেন, আমরা এই লোকসভা কেন্দ্রে এবার জয় লাভ করব।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ শর্মিলা সরকার বলেন, প্রচারে বেরিয়ে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। এবারও মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই আছেন দেখতে পাচ্ছি। মানুষ উন্নয়ন চায়। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে এবারে আমাদের প্রার্থী লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের আদি নেতৃত্ব অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, সিপিএমের লোকজনের ভোটে পুষ্ট হয়েছিল বিজেপি।সেই ভোট সিপিএম যদি ফিরে পায় তাহলে বিজেপি বাংলা থেকে শূন্য হয়ে যাবে।পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক বিরুদ্ধে মহঃ সৈয়দ হোসেন বলেন, কিছু মানুষ ভুল বুঝে আমাদের পাশ থেকে সরে গিয়েছিল। তারা আবার ফিরে আসছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ জোট বেঁধেছে।আমরা আশাবাদী বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে এবার জয়লাভ করবে মানুষের জোট।এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা কালনার নেতা সুশান্ত গাইন বলেন, সকলকে নিয়ে বাম–কংগ্রেস জোট প্রার্থীর প্রচার জোরদার করতে পারলে আরও মানুষের সমর্থন মিলবে, আমরা আশাবাদী।বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস কি এবারেও তাদের জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারবে, নাকি বিজেপিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সিপিএম প্রার্থী দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসবে, এসবই এখন সর্বত্র জনমানসে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিবিআই হলে শীতলখুচি রহস্য উন্মোচিত হবে : দেবাশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম : বিধানসভা নির্বাচনের সময় ২০২১ সালের ১০ এপ্রিল শীতলখুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা চারজনের মৃত্যু হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তখন কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন দেবাশীষ ধর। তারপর থেকে কম্পালসারি ওয়েটিং–এ ছিলেন দেবাশীষ ধর। ভবানী ভবনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিআইডি। নির্বাচন ঘোষণার আগে অবসরগ্রহণ করে বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হন দেবাশীষ ধর। কোচবিহার জনসভায় বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

শীতলখুচিতে গুলি চালিয়ে এত মানুষ মেরে হাতের রক্ত না মুছেই তিনি আবার বীরভূমে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে দুবরাজপুর পাহাড়েশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশীষ ধর বিজেপি কমী সমর্থকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হন। সাংবাদিকদের বিজেপি প্রার্থী দেবাশীষ ধর বলেন, শীতলখুচিতে এখনো অনেক কিছু উন্মোচিত হয় নি। না আমি ওখানে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম, না আমি ওখানে ছিলাম। সিআইডি তদন্ত করেছে। হাইকোর্টে হেয়ারিং চলছে। একটি এফআইআর আছে আমাদের রাজ্যের সর্বোচ্চ মাথার এগেইনস্টে যেদিন সিবিআই তদন্ত হবে কার প্ররোচনায় ঘটনা ঘটেছিল। সেই রহস্য উন্মোচিত হবে।

দেশ দেশান্তরে

রটনা বনাম ঘটনা

সংবাদমাধ্যমের কিছু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওষুধের দাম চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে চলেছে। ৫০০টিরও বেশি ওষুধের দাম নাকি বাড়বে। এই ধরনের প্রতিবেদন মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং অসৎ উদ্দেশ্যবাহী।

ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারস (ডিপিসিও) ২০১৩–র সংস্থান অনুসারে ওষুধগুলিকে তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বহির্ভূত এই দুটি ভাগে ভাগ করা

যায়। যেসব ওষুধের প্রস্তুতপ্রণালী ডিপিসিও ২০১৩–র প্রথম সিডিউলে উল্লেখ করা আছে, সেগুলিকে তালিকাভুক্ত ওষুধ বলা হয়। যেগুলির প্রস্তুতপ্রণালী এতে নেই, সেগুলি হল তালিকা–বহির্ভূত ওষুধ।

পাইকারি মূল্যসূচকের উপর ভিত্তি করে ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাসিউটিক্যালসের অধীন ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি – এনপিপিএ প্রতি বছর তালিকাভুক্ত ওষুধগুলির সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ করে। এগুলি হল অত্যাবশ্যক ওষুধ। ২০১১–১২ সালকে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ধরে ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে পাইকারি মূল্যসূচক ০.০০৫৫১% বেড়েছে বলে শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসার দপ্তর ডিপিআইআইটি জানিয়েছে। সেই মতো ২০.০৩.২০২৪ তারিখে এনপিপিএ–র বৈঠকে তালিকাভুক্ত ওষুধগুলির সর্বোচ্চ দাম ০.০০৫৫১% বৃদ্ধির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

তালিকাভুক্ত ৯২৩টি ওষুধের মধ্যে ৭৮২টি ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত এগুলির দাম একই থাকবে। ৫৪টি ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য ১ পয়সা বেড়েছে। বর্তমানে এগুলির সর্বোচ্চ মূল্য রয়েছে ৯০ থেকে ২৬১ টাকার মধ্যে। ওষুধ প্রস্তুতকারকরা চাইলে এই সামান্য বৃদ্ধি নাও ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ ২০২৪–২৫ আর্থিক বছরে ওষুধের সর্বোচ্চ দামের প্রায় কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না।

ওষুধের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য এনপিপিএ–র বেঁধে দেওয়া সর্বোচ্চ দামের মধ্যে থাকতে হবে। পরিবর্তিত দাম কার্যকর হয়েছে চলতি বছরের পয়লা এপ্রিল থেকে। এনপিপিএ–র ওয়েবসাইট www.nppaindia.nic.in. তে এসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। তালিকা– বহির্ভূত ওষুধগুলির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো দাম ঠিক করতে পারেন। তবে, আগের ১২ মাসে যে দাম ছিল, তার ১০ শতাংশের বেশি সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য বাড়ানো যাবে না।

– পিআইবি

পাঠকের কলমে

বাসস্ট্যান্ড ও বাজার অন্যত্র করার অনুরোধ এলাকাবাসীর

আমতা ২ নং ব্লকের অন্তর্গত নারিট গ্রামের বাসস্ট্যান্ডটি রয়েছে পিচের রাস্তার উপরেই। নিকটবর্তী বাজারটিও বসে রাস্তার উপরেই। এর ফলে ওই রাস্তায় প্রায়ই যানজট লেগে থাকে। যান চলাচলের গতি বিঘ্নিত হওয়ায় নাজেহাল অবস্থার শিকার হতে হয় ওই রুটের উপর দিয়ে যাতায়াত করা যাত্রীদের। বাসস্ট্যান্ড এবং বাজারটি রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হলে যানবাহনের গতি স্বাভাবিক থাকে ও যানজটমুক্ত এলাকাতে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা, হাওড়া

প্রতি ব্লকে গঠন করা হোক ‘ব্লক নির্বাচন ভবন’

আমাদের দেশে প্রতি বছর বা এক বছর ছাড়া কোন না কোন নির্বাচন হয়ে থাকে।কোন বছর লোকসভা নির্বাচন, কোন বছর বিধানসভা নির্বাচন, কোন বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন, কোন বছর বা কর্পোরেশন নির্বাচন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব নির্বাচনের জন্য ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ, ভোট গণনা, ভোট কর্মীদের রাত্রিবাস, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীর রাত্রিবাস ও নির্বাচনের কন্ট্রোল রুমের জন্য প্রচুর ঘরবাড়ি প্রয়োজন। এত পরিমাণ ঘরবাড়ি প্রশাসনের নিজস্ব না থাকায় বাধ্য হয়েই প্রশাসনকে স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ভবন, কখনও বা অস্থায়ী মন্ডপ করে নির্বাচনের কাজ ঝুঁকি নিয়েই সারতে হয়। স্কুল, কলেজ নেওয়ার ফলে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা থেকে পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটে, কখনও বা নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার রুটিন–ও পরিবর্তন করতে হয়। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর নানা ভবনে অস্থায়ী পায়খানা, বাথরুম, জল ও বিদ্যুতের লাইন এবং অস্থায়ী আবাসের জন্য নির্বাচন কমিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে থাকে। তাই আমাদের প্রস্তাব, প্রতি ব্লকে গঠন করা হোক নিজস্ব ‘ব্লক নির্বাচন ভবন’। সেখানে একই ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকবে যথেষ্ট ঘরবাড়ি, যথেষ্ট রাত্রিবাসের ঘর, যথেষ্ট পায়খানা– বাথরুম,জল ও আলোর ব্যবস্থা, রন্ধনশালা, কার পার্কিং ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি ‘এক দেশ এক ভোট’ বাস্তবায়িত তখন এই পরিকাঠামো সহায়ক হবে নির্বাচন কমিশনের। এই ‘ব্লক নির্বাচন ভবন’ এর জন্য রাখা যেতে পারে ব্লক নির্বাচন তত্বাবধায়ক আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারী। যেহেতু নির্বাচন রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ বিষয়, তাই ‘ব্লক নির্বাচন ভবন’ এর ব্যয়ভার বহন করুক রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে। এই বিষয়ে আমি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিজ্ঞানসম্মত মাছ চাষের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় কৃষি গবেষক পরিষদের অধীন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল বায়ো টেকনোলজির সহায়তায় শস্য শামলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির সহযোগিতায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত পিছিয়ে পড়া বাসন্তী ব্লকে তফসিলি জাতি, উপজাতির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ১২০ জন বেনি ফিসারি কে নিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে চাষের পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য চাষের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ শুরু হল প্রাথমিক পর্বে শস্য শ্যামলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে ৯০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা কৃষক ও মৎস্যজীবী দের নিয়ে ৪ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, পরবর্তী পর্যায়ের উপভোক্তাদের নিজস্ব ধরা দেওয়া হল কুলতলি মিলন তীর্থ সোসাইটির ট্রেনিং হলে এদিন নিবিড় মাছ চাষের জন্য তিনজন উপভোক্তাকে ৬০ কেজি মাছের চারা তিন মাসের খাদ্য ও চুন দেওয়া হলো, জিওল মাছ চাষের জন্য তিনজন উপভোক্তাদের ১০০০ টি সিং মাছের চারা প্রয়োজনীয় খাদ্য পুকুর শোধনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করা হলো। চারজন

উপভোক্তাকে দেশীয় ছাগল দুটি করে একটি মেল একটি ফিমেল, পাঁচজনকে ১০০ পিস করে উন্নত প্রজাতির মুরগির বাচ্চা ও চার মাসের খাদ্য, ১০ জনকে ভার্মি কম্পোস্ট ইউনিট ১০ জনকে। স্প্রে মেশিন, ১০জনকে অ্যাজোলা প্রোডাকশন ইউনিট, দুজন মহিলা বেনি ফিসারিকে রঙিন মাছ চাষের যাবতীয় সরঞ্জাম, বেশ কিছু উপভোক্তাকে কলাগাছের চারা ও উন্নত প্রযুক্তির বীজ দেওয়া সহ ভিন্নমুখী ইনপুট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সোনারপুর শস্যশ্যামলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র আরাপাচের কর্ণধার নারায়ণ চন্দ্র সাউ বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য কৃষককে উন্নত প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা আছে তফসিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের তাদের সাহায্য করা। সংশ্লিষ্ট প্রজেক্টগুলি ডেমোনেস্ট্রেশন প্রজেক্ট হিসাবে গ্রামের মধ্যে যাতে তৈরি হয় যা দেখে পাশাপাশি কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় করতে পারেন। মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা বলেন, কৃষি আমাদের ভিত্তি সুন্দরবন বাসীদের কৃষি ও মৎস্য চাষ ব্যতীত বিকল্প আয়ের কোন ব্যবস্থা নাই। দেশের মধ্যে সুন্দরবন অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কৃষি প্রধান এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। অন্য ধারে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বর শক্তি কমে যাচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে ফসল উৎপাদন কমছে, দিন দিন কৃষক আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে চাষে উৎসাহ হারাচ্ছে, একদিকে উন্নত প্রযুক্তি অন্যদিকে ইনপুট সাহায্যের মধ্য দিয়ে কৃষককে রক্ষা করা ব্যাতিত বিকল্প কোনো পথ নেই। এক্ষেত্রে শস্য শ্যামলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগকে ভুয়োশী প্রশংসা করে বলেন সুন্দরবনের বড় অংশের চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ সহ ইনপুটের ব্যবস্থা করা আসু প্রয়োজন। এদিনের অনুষ্ঠানে মৎস্য বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডক্টর স্বাগত ঘোষ মৎস্য বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ, বলেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছ চাষই সুন্দরবনের বিকল্প অর্থনীতিতে পথ দেখাতে পারে। এক্ষেত্রে মাছ চাষের পূর্বে প্রশিক্ষণ নেওয়াটা জরুরি। মনে রাখতে দূষণমুক্ত জলাশয়, চুন, মাছের খাবার, মাছের চারা, ইত্যাদি উপকরণ এবং বিজ্ঞানসম্মত পরিচর্যা ছাড়া মাছ চাষ লাভযোগ্য হবে না। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডক্টর সর্ব স্বরূপ ঘোষ, প্রাণিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রসেনজিৎ কুণ্ডু উদ্যান বিভাগ বিশেষজ্ঞ ডঃ মনি দীপ্ত সাহা প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে এলাকার কৃষক ও মৎস্যজীবীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত।

ভোটের আগে দলবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : মথুরাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের হাত ধরে বিরোধী দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল বহু কর্মী। ৩১ মার্চ মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের দেবীপুর অঞ্চলের সাতঘড়া থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত তৃণমূলের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। সেখানেই যোগদান করেন তারা। তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্তিশালী হচ্ছে বলে এদিন বাপী হালদার জানালেন। এর আগে ৩০ মার্চ রায়দীঘি বিধানসভা কেন্দ্রে গতবারের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী শান্তনু বাপুলী ও মন্দিরবাজার বিধানসভা আসনে গতবারের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী দিলীপ জাতুয়া সহ ৫০ জন তৃণমূলে কংগ্রেসে যোগদান করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে কুলপির এক জনসভায়।

অগ্রদ্বীপে ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলায় পূণ্যার্থীর ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র অগ্রদ্বীপ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলায় এবারও পূণ্যার্থীর ঢল নামে। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদীর বাম তীরবর্তী কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ গ্রামের এই মেলা কয়েকশো বছর ধরে ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। শুক্রবার চিঁড়া মহোৎসবের মধ্য দিয়ে থেকে শুরু হওয়া দু'দিনের এই মেলায় যোগ দেয় বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যের ভক্তপ্রাণ লক্ষাধিক নরনারী। উৎসব উপলক্ষ্যে সুবিশাল মেলা চত্বর জুড়ে চোখে পড়ে আউলবাউল আর পরম বৈষ্ণব ভক্তের অসংখ্য আখড়া। শনিবার চিরাচরিত প্রথা মেনে অন্ন মহোৎসবের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তির ঘোষণা থাকলেও এর রেশ থাকে আরও কয়েকদিন। অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান সমীর মণ্ডল বলেন, ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবারও পুলিশ এবং প্রশাসন যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাচীনকাল থেকে জনশ্রুতি রয়েছে, মহাপ্রভুর পরম প্রিয় পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ এই অগ্রদ্বীপ গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন গোপীনাথ

তথা শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশোকে গোবিন্দ ঘোষ ভেঙে পড়লে গোপীনাথ পরমভক্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সান্ত্বনা দেন। স্বপ্নে পরমভক্তকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নিঃসন্তান গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধশান্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেন স্বয়ং গোপীনাথ। সেই থেকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, আজও স্বয়ং গোপীনাথ পরমভক্তের মনোবাসনা পূরণার্থে ধরাধামে এই অগ্রদ্বীপ তীর্থক্ষেত্রে এসময় বিরাজমান হন।

প্রচারে সৃজন ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য কখনো হুড খোলা গাড়িতে কখনো পায়ে হেঁটে প্রচার করছেন, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে। গরমে হাসফাস অবস্থা, তার মধ্যেই দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার করছেন তিনি।

বিরোধীদেরকে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য আবেদন করেন তিনি কারণএলাকার মানুষের জন্য রাস্তা, কল, পানীয় জলের কোন কাজ করেননি বলে তিনি অভিযোগ করেন। স্বাভাবিকভাবেই মানুষজন তাদেরকে অভিযোগ করলে মাথা গরম হয়ে যেতে পারে, সেই কারণে মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য আবেদন করেন। তিনি জল, হালকা খাবার খাচ্ছেন।দলীয় কর্মী সমর্থকদের জন্য মুড়ি বাতাসা ও জলের ব্যবস্থা রেখেছেন।

দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সভা ক্যানিংয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের সভা অনুষ্ঠিত হলো ক্যানিংয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের বাসস্ট্যান্ডে ৩১ মার্চ সকালে এই সভা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্র সরকারের বিশেষ করে বিজেপির মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয় এই সভা থেকে। সভার আয়োজন করেন ক্যানিংয়ের বুদ্ধিজীবী সংগঠন। এদিন ক্যানিংয়ের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা উপস্থিত ছিলেন সভা স্থলকে ঘিরে। দলীয় পতাকা ছাড়াই সকলে উপস্থিত হন ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে। মূলত কলকাতার দমদম এলাকা থেকে একটি বাসে করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষরা উপস্থিত হন। তাদের দাবি তারা সমস্ত রাজ্য পরিক্রমা করবেন। এবং মোদি সরকার কিভাবে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে স্বৈরতন্ত্রের পথে দেশকে নিয়ে যাচ্ছে তা জানাবেন। গান ও কবিতা আবৃত্তি করে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। দমদম থেকে শুরু করে হাড়োয়াতে প্রথম দিন রাত্রি যাপন করেন এই বাসে থাকা সমাজের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী সংগঠনের মানুষজন। তারপর এদিন তারা ক্যানিংয়ে আসেন। আগামী দিন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াবেন তারা। প্রায় কুড়ি জন সদস্য এ দিন উপস্থিত ছিলেন গণতন্ত্র রক্ষার দাবি নিয়ে।

ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস বলেন, মূলত কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং সংবিধানকে মুছে ফেলে নতুনভাবে দেশ পরিচালনা করার যে ব্যবস্থা তারা তৈরি করতে চাইছে। তার বিরুদ্ধেই এই গণমঞ্চের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। আর তাদের বক্তব্য শোনার জন্য শুধু যে আমাদের দলের নেতাকর্মীর উপস্থিত ছিলেন তাই নয় সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এবং কোন রাজনৈতিক রঙ ছাড়াই তারা উপস্থিত ছিলেন।

নৌকা চালিয়ে মৌসুনীতে প্রচারে বাপি হালদার

রবিন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর বিধানসভার বিচ্ছিন্ন দ্বীপ মৌসুনি। গত সোমবার সেখানে ভোট প্রচারে গেলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার। সঙ্গে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমন্ত কুমার মালি, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, নামখানা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ধীরেন কুমার দাস, জেলা পরিষদের সদস্য আখিলেশ বারুইসহ তৃণমূল কংগ্রেস যুব তৃণমূল কংগ্রেস ও মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েক হাজার কর্মী। প্রার্থী বাপি হালদার তিনি নিজেই নৌকার হাল ধরে তার দলের সমর্থক কিংবা সাধারণ মানুষকে পারাপার করে মৌসুমীর দ্বীপে পৌঁছান। মৌসুমী দ্বীপে পৌঁছে তিনি প্রথমে শীতলা ও বিশালক্ষী মায়ের মন্দিরে পুজো দেন। তারপরেই গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে একটি সভা করার পর বালিয়াড়ায় পৌঁছে তিনি ও সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী সাঁওতাল নৃত্যে মেতে ওঠেন। মৌসুমী দ্বীপের এলাকার মানুষের কাছে নদী বাঁধ ভাঙ্গন রোধের জন্য অভিযোগ পান। ভোটের পরেই মৌসুমী দ্বীপের যতটুকু নদী বাঁধ ভাঙা রয়েছে অবশ্যই তা কংক্রিটের হবে বলে আশ্বাস বাপি তবে দেখবার বিষয় শুধু আপাতত সেই আশ্বাসের দিকে তাকিয়েই মৌসুমীর দ্বীপের এলাকার মানুষজন।

ভোট প্রচারে বিক্ষোভের মুখে শতাব্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ মার্চ রবিবার ভোট প্রচারে বেরিয়ে নলহাটি ২নং ব্লকের নোয়াপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের গোকুলপুর গ্রামে। বিক্ষোভের মুখে পড়েন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী শতাব্দী রায়। গ্রামবাসীরা রাস্তা সারাইয়ের দাবীতে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন গ্রামের রাস্তা সারাই না হওয়ায় যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। এদিন গ্রামবাসীরা সেই ভাঙাচোরা কর্দমাক্ত রাস্তায় শতাব্দীকে পায়ে হেঁটে যাওয়ার দাবী জানায়। পরে শতাব্দী প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ সরিয়ে নেয়। ২০০৯ সাল থেকে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়। স্থনীয় বধূ পুতুল রায় বলেন, গ্রামের রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংস্কার করে দিতে হবে। সূর্য মাডডির অভিযোগ, রাস্তা দশবছর সংস্কার হয় নি। সেই রাস্তায় শতাব্দীকে হেঁটে যেতে বললাম। তৃনমূলকমী হামিদা বিবি,স্বপ্না মাডডি বলেন, আমরা তৃনমূল করি কিন্তু এখনো ঘর পাই নি, সেটা বললাম। ত্রিপল পর্যন্ত পাই নি। নেতারা দেবো বলে দেয় না। একবার ২০০ টাকা করে নিল তারপরেও দেয় নি।

রৌদ্রে প্রচারে প্রার্থী সায়নী ঘোষ ও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

রবিন দাস, জয়নগর : সারা রাজ্যে জুড়ে তাপপ্রভাব চলছে।আর সেই তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করে ভোটের প্রচারে কোন খামতি রাখতে চাইছে না কোনো দল।তাই কঠোর রৌদ্রকে উপেক্ষা করে ৩ এপ্রিল সকালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বারুইপুরের মাদারাট এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ এবং বিমান বন্দোপাধ্যায় প্রখর রোদের মধ্যে হুড খোলা গাড়িতে করে প্রচার করলেন।এদিন প্রচারের ফাঁকে ডাবের জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারন করতে দেখা গেল সায়নী– বিমানদের। এদিন প্রচারের মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সায়নী ঘোষ শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করেন।তাছাড়া এই প্রখর রোদের হাত থেকে কর্মীদের সুস্থ থাকতে বার্তা দিলেন তিনি।তিনি বলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করতে ভালবাসে আমিও তাই।তাইতো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূলই ভরসা।

বিজেপিতে যোগদান বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যত লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে তত বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক বাড়ছে অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায়। দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষ্মীনারায়নপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বনহরি গ্রামের ১৪০ ও ১৪১ নং বুথে ২০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে । ৩০ মার্চ বিকালে নবাগতদের হাতে বিজেপি দলীয় পতাকা তুলে দেন দুবরাজপুর ৪ নং মন্ডল সভাপতি শম্ভুনাথ ব্যানাজী । মন্ডল সভাপতি শম্ভুনাথ ব্যানাজী বলেন, তৃনমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে মোদীজির হাত শক্ত করতে কুড়িটি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলো । ২৮ মার্চ দুবরাজপুর তিননং মন্ডল নাকড়াকোন্দা অঞ্চলের ৫৫ ও ৫৬ নং বুথ থেকে ২৫টি পরিবার সিপিএম ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে । নবাগতদের হাতে বিজেপি দলীয় পতাকা তুলে দেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা। জেলা সাধারন সম্পাদক টুটুন নন্দী,রিতা পাল,জেলা সম্পাদক সুকুমার নন্দী, সঞ্জীব বাদ্যকর, সংখ্যালঘু মোর্চা জেলা সভাপতি মোতাহার খান,খয়রাশোল ব্লক কনভেনার রাজু দাস, মন্ডল সভাপতি সুদন বাউরী সহ একাধিক কার্যকর্তা ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিল ।

বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বজবজ বিধানসভার মধ্যে বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৯ সালে বাওয়ালির মন্ডল জমিদাররা এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৩ এপ্রিল ছিল বিদ্যালয়ের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশাল শোভাযাত্রা। বাওয়ালি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়। বিভিন্ন মনীষীদের ছবি বাণী ও মডেলের মাধ্যমে শোভাযাত্রা সম্পন্ন হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিদ্যালয়ের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সেই

সঙ্গে ছিল প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রী অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাড়ুই বলেন, সারা বছর ধরে নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে বিদ্যালয় এর মধ্যে। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি ডক্টর তরুণ রায় বলেন, এই বিদ্যালয় থেকে বহু কৃতি ছাত্র–ছাত্রী সমাজের বিভিন্ন উচ্চতরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত ডক্টর অনিল মণ্ডলও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সারা বছর ধরে নানা সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা এবং সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান চলবে। জেলা পরিষদের সদস্য এবং এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র শেখ বাপি বলেন, এই বিদ্যালয় আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান চলবে।

ছবি : অরুণ লোধ

১১৪ বছরেও

প্রথম পাতার পর

যা সুন্দরবন তথা জেলার মধ্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

সম্প্রতি ১১৪ বছর বয়স্কা বৃদ্ধার কথা জানতে পেরে তাঁর বিধানপল্লির বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার। তিনি বৃদ্ধাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।

বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল জানিয়েছেন, 'ভগবানের অশেষ কৃপা যে হাজারী দেবী ইংরেজ শাসন দেখেছেন।স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখে চলেছেন। এছাড়াও তিনি সমস্ত নির্বাচনে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন যা বিরল।' বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বৃদ্ধার দীর্ঘ জীবন কামনা করে জানিয়েছেন, 'আমার বিধানসভা এলাকায় ১১৪ বছর বয়স্কা এক বৃদ্ধা ভোটার রয়েছেন। এটা আমার গর্ব। এছাড়াও তিনি বিগত ১৭টি লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

এবার ১৮তম লোকসভা নির্বাচনেও তিনি তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন যা এক যুগান্তকারী ইতিহাস তৈরী হবে সুন্দরবনের বুকে।'

ডায়মন্ড হারবার থেকে সরে দাঁড়ালেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার অনেক আগে থেকেই আইএসএফের নেতা তথা ভাঙ্গড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিভিন্ন সভা সমিতিতে অভিষেক ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠে দাবি করেছিলেন তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অভিষেক ব্যানার্জিকে প্রাক্তন করবেন। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে তার তর্জন গর্জন আইএসএফ কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা করেছিল। মাসখানেক আগে যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন? তিনি তার উত্তরে বেশ কয়েক ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে বলেছিলেন দল যদি অনুমতি দেয় তাহলে নিশ্চয়ই দাঁড়াবো। অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠেছিল দল আবার কী? তিনিই তো দলের শেষ কথা। তাহলে কি শেষ পর্যন্ত তিনি রণে ভঙ্গ দেবেন? শেষ পর্যন্ত তাই হল। বৃহস্পতিবার ফুরফুরা শরীফে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দেওয়া হয়, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থী হচ্ছেন মজনু লস্কর। অনেকে আবার বলছেন যার হেলিকপ্টার ধরার কথা ছিল তিনি কিনা টোটো গাড়িতে উঠে পড়লেন। আবার কেউ কেউ বলছেন গোখরো সাপ থেকে ঢোড়া সাপ হয়ে গেলেন সিদ্দিকী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নওশাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, দলের নিয়মকানুন মেনে আমাদের চলতে হয়, দল হয়তো বুঝেছে আমাকে দিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচার করানোর জন্যই আমাকে প্রার্থী করা হল না। দলের এই সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতেই হবে।

হাসপাতাল চালু নিয়ে সন্দেহ

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও ডাইরিয়া বিভাগ পৃথক পুরুষ বিভাগ সবই ছিল। এরপর জেলা পরিষদ জানায় তাদের পক্ষে আর এই হাসপাতালকে চালনো সম্ভব নয়। এরপর ৩০ শয্যা সংখ্যা ও দ্বিতল বিশিষ্ট এই হাসপাতালের চিকিৎসক সংখ্যা কমতে থাকে। গোবরডাঙা পুরসভা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো মিলিয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যাবেষ্টিত এই গ্রামীন হাতসাপালটির ইনডোর বিভাগ বন্ধ হয়ে যায় ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে আর ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আউটডোরও বন্ধ হয়ে যায়। ইনডোর বন্ধ হবার পর চিকিৎসক সংখ্যা থাকে মাত্র ১ জন। কিন্তু এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ২০২৩ সালে। গ্রামীণ হাসপাতালটিকে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল হিসেবে চালু করার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি জানিয়ে আসছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। কিন্তু তাদের সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। এখান থেকে কোনও রোগীকে নিয়ে যেতে গেলে যেতে হয় ১৭ কিমি দূরবর্তী হাবড়া কিম্বা ২৫ কিমি দূরবর্তী বনগাঁ হাসপাতালে। নাহলে প্রায় ৩২ কিমি দূরের বারাসত কিম্বা প্রায় ৫৮ কিমি দূরের কলকাতা হাসপাতালে। এতে জরুরিকালীন রোগীদের প্রায়শঃই পথে মৃত্যু ঘটে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বাসিন্দা বলেন 'যতবার ভোট আসে ততবারই প্রার্থীরা এলাকায় এসে হাসপাতাল চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু ভোটপর্ব মিটে যাবার পর নির্বাচিত প্রার্থীর আর দেখা পাওয়া যায় না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা তো দূর অস্ত। গোবরডাঙার রোগীদের জন্য এলাকার নির্বাচিত প্রার্থীদের কোনও হেলদোল নেই। এটা খুবই দুঃখজনক। এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেও যথারীতি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তারা। কিন্তু কতদূর বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।'

প্রচারে সুকান্ত বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: নির্বাচনী প্রচার সারলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাট শহরের জোড়া ব্রিজ পাইকারি বাজারে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা ও সাধারণ মানুষ ও পথ চলতি মানুষ সহ বাজারের দোকানদারদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের মাধ্যমে। নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার জানান, গত কয়েকদিন ধরে সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা চলছে। মানুষের কাছে অভূতপূর্ব সাড়া পাচ্ছি।

প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা বিজেপি তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেই তারা ভোট দেবে। মানুষের কাছে এমন অভূতপূর্ব সারা পেয়ে আমি আপ্লুত। কারণ মানুষ বুঝে গেছে তৃণমূল নামের এই ভাওতাবাজ দলটি শুধু গুন্ডামি মস্তানি ও দুর্নীতি করেই চলে। বাংলার মানুষ সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে ভোট দিয়ে।

পথশ্রীতে নিম্নমানের

প্রথম পাতার পর

এ জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৮ টাকা। রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে যথা সময়েই।

তবে স্থানীয়রা দেখতে পান, মাটির উপরে সামান্য পিচের প্রলেপ দিয়ে কোনও রকমে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে।

অবস্থা এমনই যে, আঙুল দিয়ে সামান্য খোঁচালেই নতুন রাস্তা থেকে উঠে আসছে পিচের আস্তরণ। তার পরেই ঝুরঝুরে হয়ে তা ভেঙে পড়ছে। যা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। নতুন রাস্তায় কেন এমন হবে, সেই প্রশ্ন করতে থাকেন পঞ্চায়েতের সদস্যদের। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, পিচের রাস্তা এ ভাবে উঠে যায় কোন ও দিন দেখিনি। বাচ্চারা আঙুলে খোঁচা মারছে, আর পিচের আস্তরণ হাতে উঠে আসছে।

প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, এই রাস্তার এই পিচ তুলে নতুন করে তৈরি করে দিতে হবে।

এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল বলেন,বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।তবে এ ব্যাপারে জয়নগরের ২ নং ব্লকের বিডিও মনোজিত বসু অবশ্য ভোটের আচরণ বিধি চালু হয়ে পড়ায় কোনো মন্তব্য করতে চায় নি।

শঙ্কুদেব পান্ডার

প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। শঙ্কুদেব সাফ বলেন, মাননীয়া এখানে ভোট লুট করবার পরিকল্পনা করেছেন। বিজেপির নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমাদের দাবি এখানকার ভোট এই রাজ্যের অফিসার বাদ দিয়ে করাতে হবে।

প্রয়োজনে আমরা এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টেও যাব। বিভিন্ন থানা এলাকায় যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা কাজ করছেন তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

হরিশ্চন্দ্রপুরের গর্ব রেজাউল ফ্রান্সে স্পিনটেকে গবেষণার সুযোগ পেলেন

আমিরুল ইসলাম, মালদা : ঠিক যেন স্বপ্নের সফর! আর সেই সফরের ওপর ভর করেই হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে সুদূর ফ্রান্সে পৌঁছে গেলেন হরিশ্চন্দ্রপুরের রেজাউল করিম। সম্প্রতি ফ্রান্সের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান স্পিনটেকের (SPINTEC, Grenoble, France) গবেষণা প্রকৌশলী (R&D ইঞ্জিনিয়ার) হিসাবে যোগদান করেছেন। এমতাবস্থায়, স্বাভাবিকভাবেই খুশির আবহ ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র হরিশ্চন্দ্রপুর জুড়েই।

জানা গিয়েছে, রেজাউল হরিশ্চন্দ্রপুরের তেঁতুলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা।রেজাউল হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। তারপরে স্নাতক হওয়ার জন্য আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে

অধ্যাপক ইন্দ্রনীল সরকারের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি করার জন্য ইনস্টিটিউট অফ ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (INST-Mohali) যোগ দেয় এবং চুম্বকত্ব ও স্পিনট্রনিক্স এর উপর ৫ বছর গবেষণা করে। আইআইটি কানপুরে (IIT Kanpur) অধ্যাপক রোহিত মেদওয়ালের সাথে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসাবেও কাজ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের এমআরএএম (MRAM) টেকনলোজি অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য চৌম্বকীয় স্যুইচিং এ কাজ করে।

এদিকে, স্বাভাবিকভাবেই ছেলের এই বিরাট সাফল্যে খুশি রেজাউলের বাবা আব্দুল মাতিন ও। ছেলের সাফল্যের প্রসঙ্গে তিনি জানান, রেজাউল তাঁদের কাছে গর্ব। পাশাপাশি তিনি চান, ছেলে যে লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে তা যেন পূরণ হয়। এছাড়াও, দেশের জন্য তাঁর ছেলে যাতে ভালো কিছু করতে পারে সেই আশাও প্রকাশ করেছেন তিনি।

বর্তমানে তিনি তার স্ত্রীর সাথে ফ্রান্সের গ্রেনোবল শহরে থাকেন। সহকর্মী এবং সহকর্মীরা এই কৃতিত্বের জন্য তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তার প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রেজাউল জানায় সে সমাজের জন্য কিছু করতে চায়।এবং তাঁর গবেষণার আগ্রহের মধ্যে রয়েছে প্রধানত, স্পিনট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য চৌম্বকীয় উপকরণ প্রস্তুত করা।সে এই সাফল্যের জন্য তাঁর পরিবার ও স্কুল শিক্ষক যেমন সুবেন্দু মিশ্র, নিরঞ্জন কুমার মৃধা এবং অন্যান্যদের কৃতিত্ব দেয় এবং সে তাঁর পিএইচডি সুপারভাইজার এবং পোস্ট ডক সুপারভাইজারকেও কৃতিত্ব দিতে ভোলেন । সে বিদেশ থেকে দক্ষ হয়ে ভারতে ফিরে এসে ভারতের জন্য কাজ করতে চায় । বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং আবেগ নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রকৌশলী এবং গবেষকদের অনুপ্রাণিত করবে।

মহানগরে

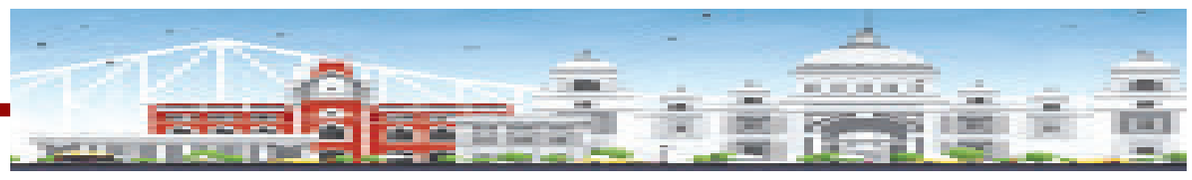

প্রচারে বেরিয়ে শুনলেন জল সমস্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা। টালা জলাধার থেকে সরবরাহ করা এলাকার অন্তর্ভুক্ত এই ওয়ার্ডর শশিভূষণ দে স্ট্রিট ও রামকানাই অধিকারী লেনে স্থানীয় চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘরোয়া বৈঠকে পানীয় জল সরবরাহে সমস্যা কথা শুনতে হয়। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে'র উদ্যোগে একাধিক পাড়ায় এই পাড়া বৈঠকে ভাঙা রাস্তার মতো কিছু কিছু সমস্যার কথা এই ঘরোয়া বৈঠকে উঠে এসেছে বলে বিশ্বরূপ দে জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনে সাংসদের কার্যকারিতা কী, একজন সাংসদ তাঁর লোকসভা কেন্দ্রে জন্য কী করতে পারে সেটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে।

নিকাশি পরিকাঠামো উন্নতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা পৌরসংস্থার ১১ নম্বর বরোর ১১১ ও ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা নির্মাণ সঙ্গে ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নতি ঘটাতে ১১১ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বমোট ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ২৩ হাজার এবং ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে সর্বমোট ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার বরাদ্দ করা হয়েছে। 'কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্টে'(কেইআইআইপি) এই কাজে ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের ভট্টাচার্য পাড়া রোড, ত্রিপুর সুন্দরী টেম্পল, ব্রহ্মপুর সাউথ রোড, ব্রহ্মপুর সবুজ সোনালী সঙ্ঘ, রবীন্দ্র পল্লি, সম্মিলনী সিং, উজ্জ্বল পার্ক, পূর্বাসা রোড, সেখ পাড়া রোড, প্রগতি পার্ক এরকম একাধিক এলাকার নিকশি তৈরি হবে। অন্যদিকে, ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রাইফেল ক্লাব রোড, সোনালী পার্ক, দীনেশ নগর, পিরপুকুর রোড, এইচ.এল. সরদার রোড, বিবেকানন্দ রোড, এম.এল. সিংহ রোড এরকম একাধিক পাড়ার নিকাশি নালার উন্নতি ঘটানো হবে। ২৫০, ৩০০,৪০০, ৫০০, ৬০০, ৭০০ ও ৮০০ মিলিমিটার ডায়ামিটারের পাইপ মাটির নীচে পাতা হবে এই সব এলাকায়।

বেহালায় কম্পিউটার চালিত যাত্রী সংরক্ষণ কেন্দ্রে দীর্ঘদিন লিংক নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেহালা: দক্ষিণ শহরতলীর বেহালা থানার পিছন দিকে জেমস লং সরণীর ঘোলসাপুরে অবস্থিত পূর্ব রেলের কম্পিউটার চালিত যাত্রী সংরক্ষণ কেন্দ্র। গত ১১ মার্চ থেকে এই কেন্দ্রে কোন লিংক না থাকায় প্রতিদিনই হয়রান হচ্ছে মানুষজন।

দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট কাটার জন্য দক্ষিণ শহরতলীর বহু মানুষ এই কেন্দ্রে আসেন। কিন্তু প্রতিদিনই ওই কেন্দ্র থেকে আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, কম্পিউটারে কোন লিংক না থাকায় টিকিট করা যাচ্ছে না। ২ এপ্রিল সকালেও অনেক মানুষ এখানে এসে আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। সাধারণ মানুষরা বলছেন পূর্ব রেল অতি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করুক।

স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জানালেন, আমরা শুনছি এখন বিএসএনএলের লাইন ছিল ওটা ডাইরেক্ট রেল দপ্তরের সঙ্গে সংযোজিত হবে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, বিষয়টি আমরা জেনেছি, চেষ্টা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান করার।

কলকাতায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের

বরুণ মণ্ডল

শহর কলকাতায় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের। ২০১০ সালে কলকাতা পৌরসংস্থায় টিউবারকিউলোসিস সার্ভিস সীমিত ছিল ১০টি চেস্ট ক্লিনিক, একজন ডিটিও এবং ৩৪টি কফ পরীক্ষা কেন্দ্রের ওপরে। বছরে সাড়ে তিন হাজার জন যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করা হতো। আর ২০২৪ সালে কলকাতা পৌরসংস্থার যক্ষ্মা সার্ভিস প্রদান করে ১০টি আর্বান হেলথ ইউনিট, ১১ জন সিটিও এবং ডিডিও, ২১টি টিইউ, ৪৫টি ডেসিগনেটেড কফ্ পরীক্ষা কেন্দ্র, ৯০টি মাইক্রোসকপি সেন্টার, ৬৮টি ডটস সেন্টার ও ১৪৪টি পৌর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র। এছাড়া ১১টি অত্যাধুনিক সিবিন্যাট পরীক্ষা কেন্দ্র (যেগুনির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর জি কর, এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ, এস এস কে এম, কে পি সি, ট্যাংরা চেস্ট ক্লিনিক, বিদ্যাসাগর হসপিটাল) ১৩টি ট্রুন্যাট পরীক্ষা কেন্দ্র, যেখানে যক্ষ্মা জীবাণুর মলিকুলার ডায়াগনসিস করা যায়। আরও দু'টি সিবিন্যাট পরীক্ষা কেন্দ্র শুরু করা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুরের সন্নিকটে মনসাতলা ও টালিগঞ্জে। তার মধ্যে একটি ১৬ চেম্বারবিশিষ্ট মেশিনও থাকছে। এই মেশিনের ব্যবহার এই রাজ্যে প্রথম। এখন এক বছরে ১০ হাজার সরকারি চিকিৎসাধীন যক্ষ্মা রোগীকে এবং ছ'হাজার বেসরকারি ক্ষেত্রের যক্ষ্মা রোগীর সেবা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, রোগীর পরিবার ও তার কাছের মানুষের এবং বিশেষত পরিবারের শিশুদের বাধ্যকতামূলক শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। রোগীর শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হলে বা তার দেখাশোনার অভাব হলে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজের যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালে যাবার জন্য বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়। ড্রাগ প্রতিরোধী যক্ষ্মার সব পেশেন্টদের পুষ্টির জন্য নিজেদের কিছু এনজিও পার্টনারের সাহায্যে প্রতিমাসে প্রায় ৪০০ জনকে রেশন দিচ্ছে। এখন কলকাতা পৌরসংস্থা পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক ওষুধ বেডাকুইলাইন ও ডেলামানিড ও প্রয়োগ করে ড্রাগ রেসিস্ট্যান্ট যক্ষ্মার চিকিৎসা শুরু করেছে। ফুসফুসে টিবির সব রোগীদের জন্য মাস্ক, ফিনাইল ও কফদানি যুক্ত 'এয়ারবোর্ন ইনফেকশন কন্ট্রোল কিট' দেওয়া হচ্ছে।

শহরের যে ক্লিনিক গুলিতে বিনামূল্যে এই অসুখের চিকিৎসা করার সুবিধা আছে সেগুলি হলো – ১) ট্যাংরা চেস্ট ক্লিনিক – ১৫/১, গোবিন্দ খটিক রোড, কলকাতা – ৪৬; ২) বাগবাজার চেস্ট ক্লিনিক – ৭৮/১, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা – ৩; ৩) স্ট্র্যান্ড ব্যাঙ্ক চেস্ট ক্লিনিক – পি–৬৬/১/২, স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোড, কলকাতা – ৬; ৪) মানিকতলা চেস্ট ক্লিনিক – ৩৪, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী রোড, কলকাতা – ৪৬; ৫) টালিগঞ্জ চেস্ট ক্লিনিক – লায়ালকা রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা – ৯২; ৬) আলিপুর চেস্ট ক্লিনিক – ১৯ বি, চেতলা হাট রোড, কলকাতা – ২৭; ৭) খিদিরপুর মনসাতলা চেস্ট ক্লিনিক – ৬, মনসাতলা লেন, কলকাতা –২৩; ৮) বেহালা চৌরাস্তাস্থিত চেস্ট ক্লিনিক – ২, রাজা রামমোহন রায় রোড, কলকাতা – ৮ এবং ৯) মাদার টেরিজা মেমোরিয়াল টিবি হসপিটাল এবং রিসার্চ সেন্টার – বোড়াল মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা – ৮৪। এছাড়াও কলকাতার ১৪৪ টি পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও এই রোগের চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়।

বার্তা

একবগ্গা : এক রাস্তাতেই চলছে যাতায়াত। বহু দিন পর রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে বাখরাহাটের। **ছবি :** অভিজিৎ কর

কালান্তক : ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে বহু ইতিহাস সাক্ষী আন্দুল রাজ বাড়ি। **ছবি :** সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

ডিভিসি : মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ড্রাস্টির পক্ষ থেকে ৩ এপ্রিল দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের উত্থান এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে এক আলোচনায় হাজির ছিলেন ডিভিসির চেয়ারম্যান সুরেশ কুমার (আইএএস)।

নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যে ৫ রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্য ৫টি রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক (সাধারণ এবং পুলিশ) নিয়োগ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে নজরদারি জোরদার করার প্রশ্নে কমিশনকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেওয়ার কাজ করবেন এই বিশেষ পর্যবেক্ষকের কলকাতা, লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ এবং কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ২ এপ্রিল বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। ভোট প্রক্রিয়ায় নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। নতুন দিল্লির নির্বাচন সদনে ২৮ মার্চ ২০২৪ এ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং সুখবীর সিং সান্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার এই মর্মে বার্তা দেন।

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৭ কোটির বেশি জনসংখ্যার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বিহারের পাশাপাশি, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশার জন্যও বিশেষ পর্যবেক্ষক(সাধারণ ও পুলিশ) নিয়োগ করা হয়েছে। পরের দু–টি রাজ্যে লোকসভার সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনেও ভোট নেওয়া হবে। এই পর্যবেক্ষকরা ভোটকর্মী বেছে নেওয়া, নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন এবং ভোটযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দিকটিতে নজর রাখবেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক অলোক সিনহা। এই রাজ্যে বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পাঞ্জাব ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আধিকারিক অনিলকুমার শর্মাকে। সাধারণ বিশেষ পর্যবেক্ষক সিনহা উত্তরপ্রদেশ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদে কাজ করেছেন একদা। এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিল কুমার শর্মা ছিলেন পাঞ্জাবের গোয়েন্দা প্রধান। পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন তিনি।

সংবিধানের ৩২৪ ধারার আওতায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কমিশন এই বিশেষ পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করেছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু রাখার পাশাপাশি, ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও এঁরা বিশেষ ভূমিকা নেবেন।

সমগ্র প্রক্রিয়ায় যেসব ক্ষেত্রে খামতি রয়েছে তা চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো এই বিশেষ পর্যবেক্ষকদের মূল দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

শহরের পানীয় জল সরবরাহের হাল হকিকৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: চৈত্রের আর দিন সাতেকও বাকি নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কলকাতা পৌর এলাকায় পানীয় জলের চাহিদা দেড় থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং সেই জল সরবরাহকারী সংস্থার কতটা তৈরি। ভূপৃষ্ঠের জল পরিস্রুতিকরণের মাধ্যমে জল সরবরাহ দফতর ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার ও বিনষ্টকরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। বর্তমানে শহরে পাঁচটি জল শোধনাগারের মাধ্যমে পরিস্রুত জল সরবরাহ করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কস, জয় হিন্দ জল প্রকল্প, জোড়াবাগান ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ওয়াটগঞ্জ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট। এই পাঁচটি জল শোধনাগারের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের জলকে পরিশোধন করে ৭২ মধ্যবর্তী বুস্টার পাম্পিং স্টেশন এবং ২৫টি সুউচ্চ জলাধারের সাহায্যে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক পদ্ধতির মাধ্যমে সমগ্র মহানগরীতে বিতরণ করা হয়। গার্ডেনরিচ ওয়াটার ওয়ার্কসে দৈনিক ২৫ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতার নতুন একটি জল শোধনাগার নির্মিত হবার ফলে বর্তমানে জল পরিশোধনের ক্ষমতামান বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক ২১০ মিলিয়ন গ্যালন হয়েছে। ধাপায় জয় হিন্দ জল প্রকল্পের বর্তমান উৎপাদন কার্য ক্ষমতা দৈনিক ৩০ মিলিয়ন গ্যালন। এই কার্যক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দৈনিক ২০ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতা সম্পন্ন আরও একটি জল শোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে। ইন্দিরা গান্ধী ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কার্যক্ষমতা সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক ২৬২ মিলিয়ন গ্যালন হয়েছে। শহর জুড়ে জল সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য গত কয়েক মাসে ধরে আরও ২৫ টি ক্যাপসুল বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে কলকাতার যে অঞ্চলে পরিস্রুত পানীয় জলের বড়ো সমস্যা আছে, সেই টালিগঞ্জ এবং যাদবপুর অঞ্চলে পরিশোধিত জল সরবরাহ উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমাজগড়ে ০.৭ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতার জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে। পাটুলি বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের বৃদ্ধির মাধ্যমে ফুলবাগান ই.এস.আরে'র সম্প্রসারণ হয়েছে। ১০৪ নম্বর ওয়ার্ডের মিডল রোডে ০.৬ মিলিয়ন গ্যালন ক্ষমতার এবং ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের সারদা পল্লিতে ০.৩ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতা সম্পন্ন বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লিতে ৩.২ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতা সম্পন্ন স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের অজয়নগরে ১.৮ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতা, ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের বাবুবাগানে অতিরিক্ত ০.৬ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতা এবং পাটুলিতে আরও পাম্পিং স্টেশন সহ অতিরিক্ত জলাধার নির্মাণের কাজ চলছে। নলকূপের সাহায্যে ভূ–গর্ভ থেকে নিষ্কাশনের মাধ্যমে আহরিত জলের ব্যবহার কমাতে এবং পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে একাধিক কাজ সফল হলেও বেহালা পশ্চিমের ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশে মহেশতলা জলশোধনাগার থেকে জল সরবরাহ করা হবে আগামী আগস্ট থেকে। ৯০, ১১৫, ১২৩, ১২৭ ও ১৪০ নম্বর ওয়ার্ডে মোট ৬.৯ মিলিয়ন গ্যালন কার্যক্ষমতা সম্পন্ন জলাধারসহ বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে।

পরিস্রুত জল সরবরাহ বৃদ্ধি এবং ভূপৃষ্ঠস্থ জলের দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার প্রতিস্থাপনের জন্য ৩৪, ৫৬, ৮৬, ১১৭ ও ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ মাত্রায় পরিষেবা দিচ্ছে। মধ্য কলকাতায় পরিস্রুত জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য টালা পাম্পি স্টেশন থেকে মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ১,৫০০ মিলিমিটার ব্যাসের পাইপ লাইন বিছিয়ে সংযোগ স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পানীয় জল সরবরাহে ঘাটতি রয়েছে। এটিতে সে সমস্যা মিটবে। এতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে কিছুটা শান্তি তথা স্বাচ্ছন্দ্য পাবে কলকাতাবাসী।

জানা-অজানা সফরে

আজও প্রতি রাতে মায়ের মন্দিরের বাসোঘরি পরিবারের বাড়ির দরজা খোলা থাকে

অসীম কুমার মিত্র

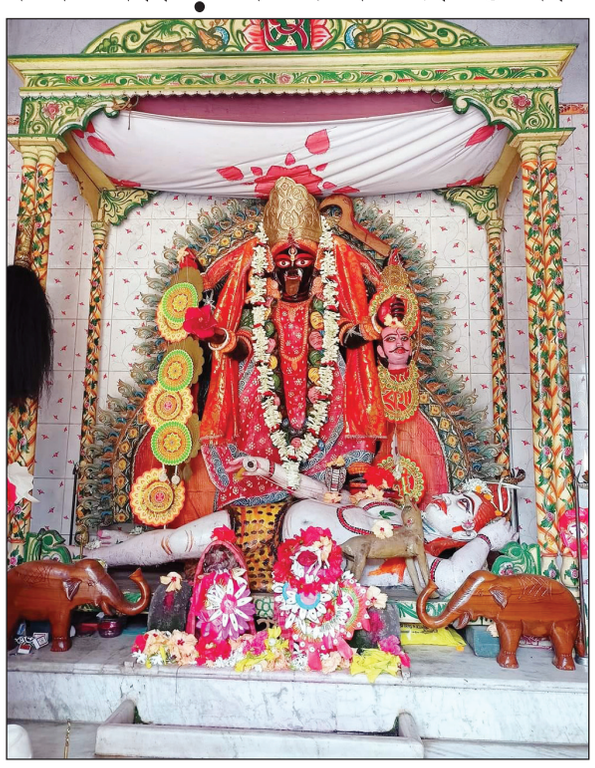

আজ থেকে আনুমানিক প্রায় তিনশো বছর আগে কলিকাতা গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী দামোদর নদের চরে একটি বৃহৎ আকৃতির কাঠের গুঁড়ি আটকে থাকতে দেখা যায়। সেই সময় দামোদর নদের রূপ ছিল ভয়ঙ্কর। তখন এই অঞ্চলের যাবতীয় ব্যবসা বানিজ্য, যাতায়াত, এবং সমস্ত রকমের মালপত্রের আদান প্রদান বড় বড় নৌকার সাহায্যে দামোদর নদের উপর দিয়েই চলত। এই জল পথই ছিল তখনকার দিনের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এই দামোদর নদের বন্যা তখনকার দিনে এতটাই ভয়াল ও ভয়ঙ্কর ছিল যে দামোদর কে বাংলার দুঃখ বলা হত।

বন্যার পরবর্তী সময়ে ঐ কাঠের গুঁড়িটি কলিকাতা গ্রামবাসীদের দৃষ্টিগোচরে আসে। ইতি মধ্যে এক অলৌকিক ঘটে। জানা যায়, ঠিক ওই সময়ে ঐ কাঠ দিয়ে কালী মায়ের মূর্তি তৈরী করে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্নাদেশ পান এলাকার তিনজন ব্যক্তি। নিকটবর্তী বিনলা গ্রাম নিবাসী ছুতরমিস্ত্রী ঁ হীরু কুন্ডুর পিতামহ ঁ জয়কালী কুণ্ডু (বাক্‌শক্তিরহিত), নিত্য পুজার পুজারী রসপুর গ্রাম নিবাসী পাঠক বংশের রাঢ়ী শ্রেনীর ব্রাহ্মন ঁকরালী পাঠকের এক পূর্বপুরুষ (শ্রবণে অক্ষম) এবং কলিকাতা গ্রাম নিবাসী বর্তমান মান্না বংশের পূর্বপুরুষ বাসোঘরি ঁ শঙ্কর মান্না। এই তিন জন মানুষ একই দিনে এক যোগে মায়ের এই স্বপ্নাদেশ পান।

এই তিনজন স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পরদিন ভোরে ছুতর মিস্ত্রী জয়কালী কুন্ডু বর্তমান মন্দিরের ফাঁকা জায়গায় ঘুরতে থাকেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পূজারী ব্রাহ্মনও ওই স্থানে এসে জয়কালী বাবুর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দুজনের আলোচনা চলা কালীন ঐ মন্দিরের দক্ষিন প্রান্তের বাসোঘরি পরিবারের ঁশঙ্কর মান্নার গলার আওয়াজ আসে – আমিও মায়ের আদেশ পেয়েছি। এর পর তিন জনে মিলে মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা তখন কার দিনের ভক্তিপ্রাণ ও উৎসাহী গ্রামবাসীদের জানান। এরপর ঐসব ভক্তপ্রাণ গ্রামবাসীদের সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় বন্যার জলে ভেসে আসা ওই গুঁড়ি দামোদর নদের চর থেকে তুলে আনা হয়। সেই সময় থেকেই ওই চর বা ঘাট কালীদহ ঘাট নামে পরিচিতি পায়। প্রমানিত, আজও মা ওই ঘাটে স্নান করতে যান বাসোঘরি ঁশঙ্করমান্নার বাড়ির উপর দিয়ে, সেই জন্য আজ চারপুরুষ ধরে ওই বাড়ির মূল দরজা রাত্রিবেলা কোনদিন বন্ধ হয় না । এরপর বর্তমান মন্দির প্রাঙ্গনের তৎকালীন ফাঁকা জায়গায় ঁজয়কালী কুন্ডু ঐ গুঁড়ি থেকে মা ভবতারিনীমুর্তি, মহাদেবমুর্তি এবং শিব ও মায়ের সিংহাসন তৈরী করেন।

তৎকালীন সময়ে গ্রামবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় ওই ফাঁকা জায়গায় দুই কামরা বিশিষ্ট কাঁচামাটির মন্দির তৈরী হয়। এই মন্দির তৈরী করার জন্য জায়গা দান করেন কলিকাতা গ্রামের কিছু ভক্ত পরিবার। এছাড়াও তৎকালীন বর্ধমান মহারাজা এই মন্দিরে পূজিতা মা কালী ভবতরিনী ও ভৈরব শিব জ্যোতিশ্বর এর সারা বৎসর পূজাপাঠ, সংস্কার, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখার জন্য পালাকার ও বাসোঘরি হিসাবে মায়ের সেবা করার জন্য নিস্কর জমি দান করেন কালী ও শিবের নামে।

কার্তিক মাসের দীপান্বিতা কালী পুজার দিন মায়ের প্রথম পূজা শুরু এবং প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিন চলে এখানে গাজন উৎসব। এখানেও গ্রামের পাঁচটি পরিবার থেকে এক জন করে মোট পাঁচজন সন্ন্যাসী দায়ীত্ব নেয়। নীলষষ্টির দিনে পাশের গ্রাম রসপুর রায় পাড়ার শ্রী শ্রী রাধাকান্ত জীউর ও শীতলা মায়ের মন্দির থেকে নীলাপতি শিবের প্রতিনিধি হিসাবে সন্ন্যাসীগন ও গ্রামবাসীবৃন্দ নীল–দুর্গাদবীকে বাজনা বাদ্যি করে নিয়ে আসে এবং মন্দির সংলগ্ন মাঠে সমস্ত সন্ন্যাসীদের ও গ্রামবাসীদের উপস্থিতিতে নীলাপতির বিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তি কালে ঁ করালী পাঠকের পরিবারে পূজা করার মত কেউ না থাকায় রসপুর গ্রামের রাঢ়ী শ্রেনীর ব্রাহ্মন ।প্রিয়নাথ চক্রবর্তীর হাতে মায়ের নিত্য পূজার ভার তুলে দেওয়া হয়। সেই থেকে বংশানুক্রমে এই চক্রবর্তী পরিবার মায়ের পূজাপাঠ করে আসছে। কালী মায়ের প্রতিষ্ঠার পর থেকে কলিকাতা গ্রামে কোনরূপ কালীপূজা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ আছে। এই নিয়ম আজও বর্তমান। এরপর থেকে বহু মানুষের ভক্তিএবং আন্তরিক ইচ্ছায় মন্দিরের রূপান্তর ঘটেছে। যা বর্তমানে শিবকালী মন্দির হিসাবে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

১৯৭০ দশকে ।গনেশ চন্দ্র দেয়াশী ও কিছু ভক্ত গ্রাম বাসীর সহযোগীতায় মন্দিরের পুনঃনির্মান করা হয় ওই সময়ে মায়ের অঙ্গরাগও হয় এবং পাকা মেঝে ও টিনের চাল বিশিষ্ট দু'কামরা মাটির ঘর তৈরী হয়। পুনরায় মায়ের প্রান প্রতিষ্ঠা হয় অগ্রহায়ন মাসের অমাবস্যা তিথিতে। সে সময়ে পূজা করেন ।ক্যাঙালী চক্রবর্তীর দুই পুত্র । পাঁচুগোপাল চক্রবর্তী ও । দাশুগোপাল চক্রবর্তী এবং শিবের পুজার দায়িত্ব পায় রসপুর গ্রাম নিবাসী কৈবর্ত্য ব্রাম্ভন । গোষ্ট চক্রবর্তীর পরিবার। ওই পূজার দিনে এক বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকে পূজায় উপস্থিত গ্রামবাসী বৃন্দ।সেইদিন এই বিশেষ পূজার তন্ত্রধারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনুলিয়া – রামচন্দ্রপুর গ্রাম নিবাসী বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তি। হরনাথ চক্রবর্তী মহাশয়।

সেইদিন পূজার শুরুতেই পূজারী পাঁচুগোপাল চক্রবর্তীর সাথে তন্ত্রধারকের পুজোর বিষয়ে কিছু মতানৈক্য দেখা দেয়। তৎক্ষণাৎ পুজারী পুজোর আসন ছেড়ে বাড়ি চলে যান। ঠিক সেই সময় মায়ের সিংহাসনের ভিতর থেকে একটি গোখরো সাপ বেরিয়ে ফণা তুলে মায়ের সামনে দাড়িয়ে যায়। সেই সময় তন্ত্রধারক পন্ডিত মশাই অসহায় হয়ে পুনরায় পূজারী ব্রাহ্মনকে ডেকে এনে ওই আসনে বসিয়ে পুনরায় পূজা শুরু করার অনুরোধ করেন। তারপর ঐ সাপের উপস্থিতিতেই পূজা শুরু হয়।কয়েক মুহূর্ত পর সাপটি সিংহাসনের তলায় চলে যায়। পূজার শেষে বহু খোঁজাখুজির পরও সাপটির কোন হদিশ মেলেনি।

মাঙ্গলিকী

বিশ্ব নাট্য দিবসে সরস্বতী নাট্যশালার স্মরণ অনুষ্ঠান তাপস জ্ঞানেশ সভাকক্ষে

স্থান তপন থিয়েটার
আলোচক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

২৭ মার্চ ২০২৪ বিশ্ব নাট্য দিবসের পুণ্যলগ্নে নেতাজী নগর সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজন করল একটি মনোজ্ঞ সন্ধ্যা। গান, নাটক, আলোচনা। স্থান : তাপস জ্ঞানেশ সভাকক্ষে (তপন থিয়েটার)।

আলোচনা চক্রে যোগদান করেন বিশিষ্ট অভিনেতা সত্যপ্রিয় সরকার, জবা শর্মা, ঋতবাক নাট্যদলের নির্দেশক শেখর দাশগুপ্ত এবং দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যপ্রিয় সরকার তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন– এই দিবসে বিশ্বজুড়ে একটা বিশেষ দিন হিসাবে পালন করে আসছে সমগ্র বিশ্বের নাট্যকর্মীরা। আমি বলছি শুধু এই বিশেষ দিনটা নয়, সারা বছর জুড়ে আপনারা এভাবে আমাদের সঙ্গে থাকুন। সরস্বতী নাট্যশালা এই দিনে সে সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তা আপনাদের বিপুল সমাগমে সার্থক হয়ে উঠেছে। দেখতেই পাচ্ছেন কোন জায়গা ফাঁকা নেই মানুষ বাধ্য হয়ে মেঝেতে বসে অনুষ্ঠান দেখছে।

জবা শর্মা বলেন– আজকের এই বিশেষ দিনটিতে আমি সবসময় থাকি, কখনও দর্শক হিসাবে কখনও অংশগ্রহণকারী হিসাবে। আজ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, কারণ আজ আমি অংশগ্রহণ করছি। আজ আমরা আটটি নাট্যদল অভিনয় করবো। উপস্থিত দর্শকের জন্য একটা জোরে করতালি চাই আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য।

শেখর দাশগুপ্ত বলেন আজ এই বিশেষ দিনে উপস্থিত থেকে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করছি। আমি কখনো সখনো দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকি, আজ তো বক্তা হিসাবে। সময় সংক্ষিপ্ত মোট আটটি নাটক অনুষ্ঠিত হবে তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। এখন শুধু নাটক দেখবো।

দেবজিৎ বললেন– আমার মোবাইলে যতগুলি ফোন আসে তার বেশিরভাগটাই নাট্যকেন্দ্রিক। সারাটা দিন নাটকে নিয়েই ভাবনাচিন্তা করে কেটে যায়। নাটক আমাকে ভাই দিয়েছে, বন্ধু দিয়েছে, সহকর্মী দিয়েছে, এক কথায় বেঁচে থাকার রসদ

দিয়েছে। নাটকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আমার কোন দ্বিধা নেই। এরপরে দেবজিৎ তার দরাজগলায় দুটি নাটকের গান শুনিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছে। এর শুরু হল আজকের নাট্যানুষ্ঠান।

১ম নাটক কালপ্রতিমা প্রযোজিত, শ্রবণী সেনগুপ্ত নির্দেশিত এবং অভিনীত 'ভদ্দরলোকের মা'। নাটকটি লিখেছেন বনানী মুখার্জী। শ্রাবণীর অনবদ্য অভিনয়। ২য় নাটক 'দ্বিতীয় আমি' প্রযোজনা 'ইচ্ছেযাপন' নাট্যদল। নির্দেশনায় জবা শর্মা। অভিনয়ে দেবজিৎ এবং জবা শর্মা। ভাল উপস্থাপনা। তৃতীয় নাটক 'ক্ষণিকের জন্য' প্রযোজনা রাসবিহারী সংকেত। নির্দেশনা সৌমেন হালদার। বেশ ভাল কিছু মজার মুহূর্ত পেলাম। অভিনয়ে প্রীয়ঙ্কর চক্রবর্তী ও প্রীয়াঙ্কা গুহ। প্রীয়াঙ্কার মাইম কথোপকথন বিস্ময় জাগায়। ৪র্থ নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত সাড়া জাগানো নাটক কাঁথা। প্রযোজনা– সরস্বতী নাট্যশালা অভিনয়ে আরুষ দত্ত, সৌরজিৎ এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী বেবী সেন, পঞ্চম নাটক 'গন্ধ'। রচনা দিয়াসা ব্যানার্জী, নির্দেশনা কল্পনা বড়ুয়া, প্রযোজনা তিলজলা কল্পন। অভিনয়ে চন্দ্রানী নন্দী, সৌরভ, অর্ণব ও মানস। ষষ্ঠ নাটক 'ঠাণ্ডা ঘর'। প্রযোজনা নাট্যার্ঘ। নির্দেশনার দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ যুগের ধারাপাত। অভিনয়ে দেবজিৎ, অদিতি গাঙ্গুলী, রাহুল, দেবু, দেবার্চনা রায়, স্বপ্না মোদক, অর্ঘ সেনগুপ্ত এবং গোপাল মুখার্জী।

৭ম নাটক 'দি–বিয়ার' প্রযোজনা– সোনারপুর দৃশ্যম। মূল রচনা : রুশ নাট্যকার অ্যান্তন চেকভ। বঙ্গীয়করণ ও নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : রাজীব সেন। অভিনয়ে কোয়েল, রাজীব, কৌশিক এবং সোম। কৌশিককে বলছি ওভাবে বেহালা বাজায় না। বেহালার ছড় টানার একটা রিদিম আছে। সবার অভিনয় ভাল লেগেছে। রাজীব কোয়েল দুজনেই মাত দিতে পেরেছে। রাজীব অভিনয় ও নির্দেশনায় ক্রমশ উন্নতি করছে। কোয়েল চরিত্রটা ধরতে পেরেছে। অষ্টম নাটক 'এই সময়' প্রযোজনা – 'একা এবং একা'। রচনা সত্য প্রিয় সরকার এবং স্বপন দাস। নির্দেশনায় সত্য প্রিয় সরকার।

নাটক নিয়েই তৈরি নাটক বা নাটকের ভিতরে আর এক নাটক। অনেক সত্য বেরিয়ে এলো। মূল কথা থিয়েটারকে পেশাদার হতেই হবে। শিল্পী যদি না বাঁচে তবে সৃষ্টি একদিন হারিয়ে যাবে। অভিনয়ে কাকলি দেবনাথ ও সত্যপ্রিয় সরকার। অগ্নি (সত্যপ্রিয়) মীরা (কাকলি) দুজনেই জীবন্ত ও টাটকা। উপসংহারে বলতে চাই এবার থেকে আরো বড় জায়গাতে অনুষ্ঠান করা দরকার। অন্ততঃ আজকের এই অনুষ্ঠান দেখে এটাই মনে হচ্ছে। বর্তমান এই অসময়ে নাট্য মোদী দর্শকের এভাবে সদলবলে অংশগ্রহণ মনে আশার সঞ্চার হয় বৈকি। যেভাবে দর্শক মেঝেতে বসে সমগ্র অনুষ্ঠান প্রাণভরে দেখলো সেই সাথে আনন্দ উপভোগ করলো, তা দেখে মনে হয় অগ্রগতির দিন বুঝি বেশি দূরে নেই। আমি আশাবাদী মানুষ তাই আশায় আশায় বুক বেঁধে থাকি। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে সরস্বতী নাট্যশালার দায়দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে আজকের এই মনোজ্ঞ সন্ধ্যা সকলের খুব ভাল লেগেছে। আমারও ভাল লেগেছে। বিশেষ করে আজকের অভিনীত প্রত্যেকটি নাটকই মননের দিক দিয়ে ভীষণ মনোগ্রাহী ও মননশীল। এবারে আর একটা কথা বলছি এ ধরনের ছোট ছোট মানবিক মুহূর্ত সম্পন্ন উপস্থাপনা মানুষ তথা দর্শকের মনকে হঠাৎ রাঙিয়ে দিয়ে যায়। এদিকে একটু যদি দৃষ্টিপাত করি তবে বলতে ইচ্ছা হয় এ ধরনের ছোট ছোট প্রযোজনা আরও দরকার। প্রসেনিয়াম থেকে ইন্টিমেট থিয়েটারে অনেক বেশি জোর দিতে হবে। সে কোন কারণেই আজ প্রসেনিয়াম–থিয়েটার অনেক ব্যয় বহুল হয়ে গিয়েছে। আমরা যদি নাটককে হাটে মাঠে ঘাটে দর্শকের দরবারে হাজির করি তাতে কোন ক্ষতি নেই। ছোট মাঝারি দলগুলোর পক্ষে অনেক সহজ হবে টিকে থাকার লড়াইয়ে সামিল হতে। আমরা কি একবার বাদল সরকারের মতন করে থার্ড থিয়েটারের কথা ভাবতে পারিনা?

আমার মনে হয় লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে এটার কোন বিকল্প নেই। আমি একার সিদ্ধান্ত সবার উপর চাপিয়ে দিতে চাই না, শুধু সবাইকে একটু ভাবতে অনুরোধ করছি। অনেক দল মিলে সমবেত ভাবে এই প্রচেষ্টা চালানো যায় কিনা ভেবে সিদ্ধান্ত নেবার বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সকলকে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। সকলকে বোঝানোর দায়িত্ব কাউকে নিতে হবেই। সরস্বতী নাট্যশালাকে বিশেষ ভূমিকা নিতে অনুরোধ করছি। জয়েশ একটু ভেবে দেখিস।

সময়ের পথে মাইল স্টোন হয়ে রইল 'চিটার্স রুম'

প্রণব গুহ : কুদঘাট প্রতিবিম্ব সংস্কৃতি চক্রের পরিবেশনায় গত ৩১ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কালীঘাট যোগেশ মাইম একাডেমি মঞ্চে নিবেদিত হল একটি হাস্য ব্যঙ্গের সজাগ নাটক 'চিটার্স রুম'।

সাম্প্রতিককালে আমাদের রাজ্যে শিক্ষকের চাকরি বেচাকেনার যে অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে, তা স্মরণাতীত কালে খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বাভাবিকভাবে, অযোগ্যের হাতে শিক্ষার ভার পড়ায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কী হবে এই নিয়ে সবাই চিন্তিত। কিন্তু এমনই একজন না তাকে শিক্ষক বলতে পারছি, না হঠাতে পারছি। আবার কোনো স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিলে সে স্কুলের পঠন–পাঠনই শুধু নয়, সামগ্রিক পরিমণ্ডলে কী ঘূর্ণি তৈরি করে এ নাটকটি সাহস করে সেটাই দেখালো।

অভিনয় করেছেন শংকরনাথ চক্রবর্তী, নন্দিতা মিস্ত্রি, মধুশ্রী মুখোপাধ্যায়, পল্লব চক্রবর্তী, শ্রেয়ষী সাহা ও কিশোর শিল্পী ভার্গব রায়। শব্দ প্রক্ষেপণে ছিলেন কল্যাণ সরকার রূপসজ্জা অসীম কুণ্ডুর। অঙ্কনে সায়নী মুখার্জী ও তপন কুমার ঘটক, প্রচারে পল্লব ও নন্দিতা এবং ক্যামেরায় ছিলেন জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। পরামর্শ দিয়েছেন: কৃষ্ণ কর। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন গৌরীশংকর মুখোপাধ্যায়। নাটক, আবহসঙ্গীত, মুখ্য অভিনয় ও নির্দেশনা আশিস কুমার মুখোপাধ্যায়ের।

নাটকটির উপস্থাপনা ভালো, যদিও সংলাপ আরও বলিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ ছিল। কারোর কারোর অভিনয় কিছুটা অগোছালো হলেও সামগ্রিকভাবে নাটকটি সকলের মন জয় করেছে কারণ অনেকের না বলা মনের ভাষা ব্যক্ত করেছে এই নাটক। তবে কুর্নিশ জানাতেই হয় নাটক রচয়িতা ও নির্দেশককে তার সাহসের জন্য। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাদের সোচ্চার হওয়ার কথা তারা সকলে যখন নিশ্চুপ তখন এই ব্যঙ্গ নাটক সময়ের পথে মাইলস্টোন হয়ে রইল।

রামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসব ও বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম মহোৎসব পালিত হল চুঁচুড়া সুগন্ধা অমরপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বৃদ্ধাশ্রমে। প্রতিবছরের মত এবছরও ঠাকুরের জন্মতিথির পরের রবিবার ১৮৯তম সাড়ম্বরে পালিত হয়। ভোরে মঙ্গলারতি দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভক্তদের জন্য ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এদিন মঞ্চে বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তীর লেখা 'মানবিক ভাবনা' বইটি প্রকাশিত হয়। উজ্জ্বলবাবু কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পড়াশোনা শুরু করে বর্তমানে বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে সফল। তিনি লেখক হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, আইনজীবী হিসাবে ছোট ছোট সত্যি ঘটনা অবলম্বনে বইখানি লেখা। এদিন বই প্রকাশের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী যাদু ঘোষ, সাংবাদিক অজন্তা সরকার, স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

অনুবাদ পত্রিকার সারস্বত সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য ধারার নাম অনুবাদ সাহিত্য। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ নিজের ভাষায় অনুবাদ করে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় সেই 'অনুবাদ সাহিত্যের' কদর আজও সমান গুরুত্বের। এই ভিন্নধারার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এবার এ রাজ্যের অনুবাদকদের সম্মানিত করল ১৯৭৫ সাল থেকে প্রকাশিত 'অনুবাদ পত্রিকা'। এই পত্রিকার পথ চলা শুরু হয়েছিল বৈশম্পায়ন ঘোষাল ও তাঁর স্ত্রী সোনালী ঘোষালের হাত ধরে। সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন তাঁরা। এখন কন্যা বিতস্তা ঘোষাল এই পত্রিকার সম্পাদনা করে চলেছেন। পত্রিকার ৫০ বছর উপলক্ষে বিধাননগরের 'ঐকতান' অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল ভাষা সংসদ ও অনুবাদ পত্রিকা আয়োজিত 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' ও 'সোনালী ঘোষাল স্মৃতি সারস্বত সম্মান' প্রদান অনুষ্ঠান। 'জীবনকৃতি সারস্বত সম্মান' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট অনুবাদক নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব বিশ্বাস ও অনুরাধা মহাপাত্রকে। 'সোনালী ঘোষাল স্মৃতি সারস্বত সম্মান' পান শ্যামল ভট্টাচার্য, নন্দিতা ভট্টাচার্য, সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, মায়া সিদ্ধান্ত (পত্রিকা সম্পাদনা) ও সাহিত্যিক সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য। বিতস্তা বলেন, অনুবাদ চর্চা ও অনুবাদকের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবার লক্ষ্যেই তাঁদের এই উদ্যোগ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির আঞ্চলিক অধিকর্তা দেবেন্দ্র কুমার দেবেশ, সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক জয়ন্ত দে, মনোবিদ দেবাঞ্জন পান, আইনজীবী কল্লোল বসু, আইনজীবী রম্যানী ঘোষাল, রাপূর্ণা বুটিকের বিপাশা ঘোষাল, গ্রিন ফ্লাওয়ারের শেখ রেজাউল করিম, অনুবাদ পত্রিকা ও ভাষা সংসদের সহ–সম্পাদক বিবেক চট্টোপাধ্যায় সহ বিদগ্ধজনেরা। অনুষ্ঠানে মনোরম আলেখ্য পরিবেশন করেন শুভ্রা সেনগুপ্ত, বাসব বসাক, রাখী সরকার ও তাপস রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন বিবেক চট্টোপাধ্যায়।

পত্র-পত্রিকা আলোচনা

অচেনা ভালোবাসা (সুব্রত সুন্দর জানা–র গল্প সংকলন, প্রকাশনা ইন্দ্রপুর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দঃ২৪পঃ, মূল্য ১৮০/–) অনন্যা শুক্তি পত্রিকার সম্পাদক ও গণেশনগর (কাকদ্বীপ) অঞ্চলের সাহিত্য সংগঠক সুব্রত সুন্দর জানার এটিই প্রথম গল্প সংকলন। নানা স্বাদের মোট ত্রিশ গল্প বেছে নেওয়া হয়েছে। মানব–মানবীর প্রেম উপজীব্য বেশ কয়েকটি গল্পে, কিন্তু সেগুলি ছাড়াও বেশিরভাগ গল্পে মাটির গন্ধ, সাধারণ মানুষের জীবনের কথা ফুটে উঠেছে। জল–জঙ্গল জীবনের নানান শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতা তুলে আনা হয়েছে। এখানেই সুব্রত গল্পগুলি বাজিমাত করেছে। প্রচ্ছদ নিয়ে আরও একটু ভাবনার অবকাশ ছিল।

কবিতার ফেরিওয়ালা(সুখময় দাসের–র কবিতার বই, সারঙ্গ প্রকাশনী, হাওড়া–৭১১৪১০, মুল্য ১৫০ টাকা) লেখকের এটি তৃতীয় গ্রন্থ। ছোট–বড় মিলিয়ে পঁচাত্তরটিরও অধিক কবিতা নিয়ে গড়া। কবিতার ছত্রে ছত্রে লেখকের তীব্র আবেগ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ফুটে উঠেছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানুষের হতাশা, দুঃখ তাকে আলোড়িত করেছে বারে বারে। নাট্য–প্রেমী তথা অভিনয়–শিল্পী লেখক কয়েকটি কবিতায় কিছু নাটক দেখার অনুভূতিও প্রকাশ করেছেন। বেশ কয়েকটি ছড়াও রয়েছে। প্রচ্ছদ ও ছাপা যথাযথ তবে কবিতাগুলিকে রস বা বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানোর সুযোগ ছিল। কয়েকটি ইংরাজী শব্দও ঢুকে পড়েছে বাংলা কবিতার কোথাও কোথাও, সেগুলোকে কি বাংলা অক্ষরে লেখা যেত না! বেশ কয়েকটি ইংরাজী কবিতাও ঠাঁই করে নিয়েছে, এতে করে বাংলা কবিতার মানহানি হয়তো হবে না, কিন্তু কেউ কেউ না এটিকে ডায়েরী–খালি–করার প্রয়াস হিসেবে ভেবে বসেন।

— সুকুমার মণ্ডল

রবীন্দ্র নৃত্যসংস্থার ১৭তম রং মহোৎসব

কল্যাণ রায় চৌধুরী : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ১৭ তম জাতীয় রঙ্গ মহোৎসব। ২৭ মার্চ ২০২৪ বিশ্ব নাট্য দিবসের সন্ধ্যায় এই উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত। ছিলেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার পৌর প্রতিনিধি বাসন্তী ভৌমিক। উপস্থিত অতিথিরা রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার ২৯ বছরের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য উৎসবের আগে ২৪ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। উদ্বোধনী দিনে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার হাত গণনা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়, রচনা মৈনাক সেনগুপ্ত। নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় নাটক গোবরডাঙ্গা রূপান্তরের পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা কণিষ্ক রচনা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা অতনু পাল।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক 'কলকাতা যোগ সূত্র' তাদের প্রযোজনা আলোকবর্ষ দূরে, রচনা সৌম্যশংকর বোস, নির্দেশনা সিদ্ধার্থশংকর মিত্র। দ্বিতীয় নাটক বিরাটি 'রব–অরব' তাঁদের প্রযোজনা নাট্যাংশ কথা রচনা গৌতম সেনগুপ্ত, নির্দেশনা অম্লান মৌলিক। তৃতীয় অর্থাৎ উৎসবের শেষ দিনের প্রথম প্রযোজনা ছিল 'দমদম ঐচ্ছিক' তাঁদের মহাশ্বেতা দেবীর গল্পো অবলম্বনে বান, রচনা সুদীপ্ত ভূইঁয়া, একক অভিনয়ে স্বাতী চক্রবর্তী। শেষ দিনের দ্বিতীয় নাটক 'ক্যান্ডিড থিয়েটার' তাঁদের প্রযোজনা চাবি, রচনা ও নির্দেশনা সুদীপ্ত ভূইঁয়া। উৎসবের প্রত্যেকটি নাটকই সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুস্থ সমাজ গঠনের বার্তা দেয়। উৎসব স্থলে প্রদর্শনী, নাটকের আড্ডা ও নাট্য আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। উৎসবের তিন দিন উৎসব প্রাঙ্গণ ছিল দর্শক মুখরিত।

ধর্মতৃষ্ণা মেটাতে পরিশুদ্ধ জলের অভাব পড়েছে

নির্মল গোস্বামী

সোশাল মিডিয়ায় দীনবন্ধু ঠাকুরের ভিডিও বহু মানুষ দেখছেন বা শুনছেন। দীনকৃষ্ণ নিজেকে কীর্ত্তনীয়া বলে পরিচয় দেন। তার কীর্ত্তনের আসরে ভীড় উপচে পড়ে। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুধু কথা বলেন, গান করেন না। বেশির ভাগ কথাই নঞর্থক। হিন্দু ধর্মের দেবদেবীদের সম্পর্কে, কৃষ্ণ সম্পর্কে, রাম সম্পর্কে, চৈতন্যদেব সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেন। আবার অপরকে আহ্বান জানান তার সঙ্গে তর্ক করার জন্য। ভাবখানা এমন যে তিনি নিজে শুধু পড়াশোনা করেছেন, বাকি কীর্ত্তনীয়ারা সব মূর্খ। হিন্দু ধর্মের দশবিধ ক্রিয়া কর্মকে ফালতু অসার বলছেন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করেছেন। ব্রাহ্মণদের ভাঁওতা এবং বুজরুকী তিনি সমাজ থেকে দূর করতে চান।

খুব ভালো কথা। বাক্ স্বাধীনতা আছে। যে যার বক্তব্য খোলাখুলি ভাবে রাখতেই পারে। কিন্তু বিভিন্ন বিষয় বলার জন্য আলাদা আলাদা মঞ্চ আছে। কীর্ত্তনের আসরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করাই বাঞ্ছনীয়। সেখানে ভগবানের নামে যা তা বলা শোভা পায় না। এটা কীর্ত্তনের রীতি বিরুদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনেকবার দীনকৃষ্ণকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। একদল গোঁড়া মানুষ বেজায় ক্ষেপে গিয়ে একদিন দীনকৃষ্ণকে গণধোলাই দেয়। পরে তাঁকে হাজতবাসও করতে হয়। সেখানে নাকি তাঁর উপরে পুলিশি অত্যাচার হয়। এখন দেখা যাচ্ছে একদল মানুষ মুক্তচিন্তার স্বপক্ষে দীন ঠাকুরের পক্ষ নিয়ে বাক্ স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলে সোশাল মিডিয়ায় সবর হয়েছে।

দীনকৃষ্ণকে মারা এবং তাঁর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে আমি কথা বলব না। কারণ সেটা এখন আইনের আওতায় এবং তা আইনের পথেই মীমাংসা হবে। আমি এখানে ধর্ম সচেতন মানুষদের বলতে চাই যে, একজন মানুষ কীর্ত্তনের আসরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেবদেবী ধর্ম সম্বন্ধ কুকথা বলে চলেছে, আর হাজার হাজার মানুষ তা তারিয়ে তারিয়ে শুনছে এবং করতালি দিয়ে বক্তাকে উৎসাহিত করছে। আমরা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কীর্ত্তনের আসর সাজিয়ে তাকে নিয়েআসছি আমাদেরই আরাধ্য দেবদেবী সম্পর্কে বাজে কথা শোনার জন্য। দীনকৃষ্ণ যা বলছে তার প্রতি ব্যাখ্যা বা উত্তর অবশ্যই আছে। সেই প্রশ্নে না গিয়ে আমাদের আশ্চর্য হতে হয় তাদের কথা ভেবে যারা তা শুনছে। তারা কেউ হিন্দু সমাজের বাইরে নয়। তারা কেউ নাস্তিকও নয়। তারা আদতে ভক্তজন। কেউ রামভক্ত, কেউ কালী ভক্ত, কেউ কৃষ্ণভক্ত। অনেকেই মালাতিলকধারী। কেউ কেউ বা উপবীত ধারী। এখন প্রশ্ন হল তারা কেন শুনছে?

এইসব মানুষদের সীমাহীন অজ্ঞ দীনকৃষ্ণের মূলধন। ধরা যাক একজন বলছে, আমার সঙ্গে এসো আমি রাত্রে সূর্য ওঠা দেখাবো। এই প্রলাপ শুনে কেউ কি যাবে? যাদের নূন্যতম জ্ঞান আছে তারা জানে যে রাত্রে সূর্য ওঠে না। আর সূর্য উঠলে কি রাত থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তো দিন হয়ে যাবে। আমাদের কীর্ত্তন শ্রোতাদের অবস্থা ওই সব মূর্খদের মতো। তারা নিতান্তই অজ্ঞান। তারা ধর্ম মানে, কিন্তু ধর্মটা ঠিক কি তা জানে না। যেখানে বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই সেখানে খুব সহজেই অবিশ্বাস বাসা বাঁধে। আর এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা কখন আসে? যখন কোন জিনিসের প্রমানিকতায় নিজ অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ হয়। তাহলে সেখানে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যাদের বিশ্বাস আলগা তাদের ভক্তিও খুব পাতলা হয়। কচুপাতার জলের মতো এপাশ ওপাশ গড়িয়ে বেড়ায়। কিছুতেই স্থির হয় না। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ওই কচুপাতার জলের মতো। পারিবারিক ধারার পথ বেয়ে আমরা বিশ্বাসী হই বা ভক্ত হই। জেনে বুঝে পড়ে তর্ক–বিতর্ক করে কতজন সিদ্ধান্ত নিই। তাই দীনকৃষ্ণের অসার প্রশ্নে আমাদের বিশ্বাস নড়ে যায়। সেই জন্যই স্বামীজী বলেছিলেন, 'না জেনে ঈশ্বর বিশ্বাসী হওয়ার থেকে নাস্তিক হওয়া ভালো।'

সনাতন ধর্ম হচ্ছে একটা বা একাধিক দর্শন। প্রচলিত দর্শনকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে হলে নতুন এক দর্শনকে উপস্থাপিত করতে হয়। দীনকৃষ্ণ তা করছেন না। তিনি প্রশ্ন করেছেন কৃষ্ণের দেবত্ব অভিধা নিয়ে। কৃষ্ণ নাকি দেবতাই নয়, অসুর কূলে কৃষ্ণের জন্ম। মূর্খ দীনকৃষ্ণ জানে না যে কর্ম আর ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একই মানুষকে কর্ম রত্নাকর দস্যু বানায় আবার সেই মানুষই কর্মের দ্বারা ঋষি বাল্মীকী হন। জন্মকূল বিচার করে না হিন্দুধর্ম। ভক্ত প্রহ্লাদকে আমরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করি। কৃষ্ণের অস্তিত্ব ছিল কিনা বা আজও আছে কি তার উত্তর মীরা জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন কৃষ্ণের মহিমা। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, রূপ সনাতন, সুরদাস, আধুনিক যুগে প্রভুপাদকে আমরা পেতাম না কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ কৃপা ছাড়া।

চৈতন্য চরিত্রামৃত প্রামানিক গ্রন্থ নয়। কারণ চৈতন্যের মৃত্যুর একশতবর্ষ পরে তা লেখা হয়েছিল। তাই চৈতন্যদেব সম্পর্কে ওই বইয়ে যা বলা আছে তা সত্য নয়। পশু পাখি বৃক্ষ লতা কি কানে শোনে না কথা বলতে পারে? দীনকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, গাছ কথা বলে, তা সদ্য প্রমাণ করেছেন জাপানের গবেষকরা। আর পশু পাখির কথা শুনতে হলে সাধনা থাকা চাই।যার সে সাধনা আছে তিনি অবশ্যই পশুপাখির কথা শুনতে পান। দীনকৃষ্ণের পক্ষে তা শোনা সম্ভব নয় বলে তা অবাস্তব, এ কেমন যুক্তি। চৈতন্যদেবের মৃত্যু হতে পারে ঘাতকের হাতে। কিন্তু তাতে করে কি বৈষ্ণব তত্ত্ব ভুল হয়ে গেল। শত সহস্র সাধকের কঠোর জীবন সাধনা এবং সফলতাই প্রমাণ করে বৈষ্ণব তত্ত্বের সত্যতা। আর বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব চৈতন্যদেব ব্যাখ্যা করেন নি, ব্যাখ্যা করেছেন রূপ–সনাতন এবং আরো বৈষ্ণব মহাজনেরা। এবং এনাদের প্রমাণিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। দীনকৃষ্ণ বলছে যারা বাড়িতে গোপাল পূজা করে তারা ছেলের মতো গোপালকে সেবা যত্ন করে। খাওয়ায়–পরায়, ঘুম পাড়ায়। কিন্তু নিজের ছেলেকে রাত্রিবেলা 'হাগিস' পরায়, গোপালকে কেন পরায় না? এই প্রশ্ন যে মানুষগুলো হরিনামের আসরে বসে বসে বিনা প্রতিবাদে শোনে–সেই মানুষদের অজ্ঞতা কত গভীর তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আবার বলছে হনুমান নাকি অমর। তাহলে বাবর যখন রামন্দির ভেঙে বাবরী মসজিদ তৈরি করল, তখন হনুমান কেন বাধা দেয়নি? দীনবাবু ভুলে যান যে মানুষ যে যার যুগে লীলাকরে। রাম, হনুমান ক্রেতা যুগে লীলা করে গেছেন। কলিযুগে লীলা করার জন্য তিনি কেন আসবেন? যুগ পাল্টায়, লীলাকারীর নামও পাল্টে যায়। ফলে ক্রেতা যুগে কেউ রাম মন্দির ভাঙলে অবশ্যই হনুমান বাধা দিত। এই যুগে নয়। এ যুগে কাজটা দীনকৃষ্ণের উপরই বর্তায় বোধ হয়। ধর্ম কোনো বস্তু নয় যে আশ্রমের প্রসাদ বিলির মতো মানুষকে বসিয়ে খাইয়ে দেওয়া যায়। স্বামীজীর কথায় ধর্ম হল সেইভাব যা মানুষকে দেবত্বে উত্তীর্ণ করে। ভাব নিজ অন্তরে জাগে। সেইভাব আনতে গেলে বিভিন্ন পথ আছে। তাকে জানতে গেলে আমাদের ষড়দর্শন : ন্যায়, সাংখ্যা, বৈশেষিক, যোগ, মীমাংসা এবং বেদান্ত। আমাদের মধ্যে এই দর্শন জানার খামতি আছে। আবার ঈশ্বর তত্ত্ব সম্পর্কে তিন মতবাদ আছে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। এই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা খুব কম লোকের আছে। আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চার রকম ভাব অবলম্বন করে ঈশ্বর সাধনা করা যায়। এই ভাব সম্পর্কে সকলে অবগত নয়। যারা ভক্ত বলে দাবি করে আমি তাদের কথা বলছি। বর্তমানে কালীপূজা ঘরে ঘরে ঘটা করে হচ্ছে, হরি নামও ঘরে ঘরে হচ্ছে। অথচ আমাদের অজ্ঞতার মাত্রাও বাড়ছে। তার কারণ হল এইসব অনুষ্ঠানে প্রাণ থাকে না, এগুলি শুধু আচার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। শোনার ধৈর্য, সময়, আগ্রহ কোনোটাই নেই। করতে হবে তাই করা। কেন করতে হবে তার ব্যাখ্যা নেই। সেইজন্যই অপব্যাখ্যা সহজেই গ্রহণীয় হয় মানুষের কাছে।

আঁতস কাঁচে

প্যারিসে মীরাবাই

কয়েকমাস পরেই অনুষ্ঠিত হবে প্যারিস অলিম্পিক গেমসের আসর। আর সেই আসরের জন্য এখন পর্যন্ত একমাত্র ভারতীয় ভারোত্তোলক হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করলেন মীরাবাই চানু। চোটকে হারিয়ে উঠেই অদম্য লড়াই লড়ে তিনি মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেললেন। তারকা ভারোত্তোলক গত টোকিয়ো অলিম্পিক গেমসেও ভারতের হয়ে পদক জিতেছিলেন। সেবার অল্পের জন্য রুপো পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছিলেন তিনি।

বাংলার সাফল্য

বাংলার প্যারালিম্পিক দলের জয়জয়কার। ২৩তম জাতীয় প্যারালিম্পিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় তাঁরা অভাবনীয় ফল করল। গোয়ালিয়রে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় বাংলা তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। কর্ণাটক প্রথম এবং মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ২৯ মার্চ থেকে শুরু হয়ে এই প্রতিযোগিতা ৩১ মার্চে গিয়ে শেষ হয়। বাংলার দক্ষ প্রতিযোগিরা ৩৭টি সোনা, ১৪টি রূপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। বাংলার ঝুলিতে মোট ৫৭টি পদক এসেছে।

বোপান্না শীর্ষে

মায়ামি ওপেন জয়ের পরপরেই ডাবলসে ফের এক নম্বর স্থান পুনঃরুদ্ধার করেছেন ভারতীয় তারকা রোহন বোপান্না। এটিপি তাদের পুরুষ ডাবলসের যে ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে তাতে শীর্ষে রয়েছেন রোহন বোপান্না-ম্যাথু এবডেন। পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক করেন। তিন সেটের লড়াইতে হারিয়ে দেন ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিচ এবং আমেরিকার অস্টিন ক্রাইচেক জুটিকে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এক লড়াইয়ের সাক্ষী থাকেন টেনিস সমর্থকরা। ১ঘণ্টা ৪৩ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াই লড়েন ইন্দো-অজি জুটি। তারপরেই মায়ামি ওপেন জেতেন তাঁরা। বোপান্না ওঠেন শীর্ষস্থানে।

প্রচারে সচিন

ভারতে লোকসভা নির্বাচন। নামী-দামি অনেক তারকাই নেমেছেন প্রচারে। পার্টির হয়ে। কিন্তু সচিন তেন্ডুলকর, তিনি এক্কেবারে আলাদা। প্রচারে নামলেন ঠিকই, তবে তা কোনও প্রার্থী বা দলের হয়ে নয়। প্রচার শুরু করলেন, নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্যই। ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রচার মুখ হলেন সচিন তেন্ডুলকর। তিনিই ন্যাশনাল আইকন। যাঁকে দেখে, যাঁর কথা শুনে ভারতীয়রা ভোট দিতে উৎসাহিত হবে, এমন মানুষকেই এই প্রচারের জন্য বেছে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গতির ঝড়

আইপিএল কত অনামীকেই চিনিয়ে দিয়েছে। নিয়ে এসেছে লাইমলাইটে। গতবার রিঙ্কু সিংই তার প্রমাণ। আইপিএলে যখন ব্যাটারদের রমরমা, তখন একজন বোলার গতির ঝড় তুলে নিজের দিকেই ফোকাস কেড়ে নিলেন। অভিষেকেই এবারের আইপিএলের দ্রুততম বল করলেন লখনৌ সুপার জায়ান্টসের অনামী ভারতীয় পেসার মায়াঙ্ক যাদব। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে তাঁর একটি বলের গতিবেগ ছিল ১৫৫.৮ কিলোমিটার। যা এই মরসুমের আইপিএলের সবথেকে দ্রুতগতির বল। পরিসংখ্যান বলছে, তাঁর প্রথম কয়েকটি বলের গতি হল – ১৪৭, ১৪৬, ১৫০, ১৪১, ১৪৯, ১৫৬, ১৫০, ১৪২, ১৪৪, ১৫৩, ১৪৯, ১৫২, ১৪৯, ১৪৭, ১৪৭, ১৪০, ১৪২ কিলোমিটার। ভাবা যায়! প্রথম ম্যাচেই মায়াঙ্ক নিজেকে চিনিয়ে দিলেন গতিময় বোলার হিসেবে। গতিতে ঝড় তোলার পাশাপাশি ৩টি উইকেটও নেন। তিনিই হন ম্যাচ সেরা। লখনৌতে ২০২২ থেকে আছেন। এবারই অভিষেক হল।

আইএসএল খেলার দোরগোড়ায় মহমেডান স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএলে ইতিমধ্যেই খেলছে কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েক মরসুম খেলা হয়ে গিয়েছে তাদের। সামনের মরসুমে তাদের সঙ্গেই কি আইএসএল খেলবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব? এমন একটা জোরালো জায়গা কিন্তু ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। চলতি আই লিগে আর এক ম্যাচ জিতলেই ২০২৪-২৫ মরসুমে আইএসএলে খেলার স্বপ্নপূরণ হবে সাদা কালো সমর্থকদের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব মুখোমুখি হয়েছিল ইন্টার কাশির। দুই দলের মধ্যে খেলা ড্র হয়েছে। অথচ ইন্টার কাশির বিরুদ্ধে ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেলেই আইএসএলে খেলা এই সপ্তাহেই নিশ্চিত করে ফেলত মহমেডান স্পোর্টিং। ফলে তাদের আইএসএল খেলা নিশ্চিত করতে তাকিয়ে থাকতে হবে রাজস্থান ইউনাইটেড এফসি'র দিকে। রবিবার রাজস্থান মুখোমুখি হবে শ্রীনিধি ডেকানের। এই ম্যাচে ডেকানকে যদি হারিয়ে দেয় রাজস্থান, তবেই নিশ্চিত হবে মহমেডানের আইএসএল খেলা। আর তা যদি নাও হয়, তাহলেও মহমেডানের হাতে থেকে যাচ্ছে আরও তিনটি ম্যাচ। এই তিনটি ম্যাচের একটিতে জিততে পারলেই ২০২৪-২৫ মরসুমে আইএসএলে খেলা নিশ্চিত হবে মহমেডানের।

ম্যাচে নামার আগে মহমেডানের কাছে সমীকরণটা ছিল স্পষ্ট। তাদের দরকার ছিল আর চার পয়েন্টের। তা হলেই তারা আইলিগ জিতবে প্রথম বারের মতোন। পাশাপাশি তাদের আইএসএল খেলাও নিশ্চিত হবে। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইন্টার কাশির বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেল তারা। ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই এদিন লিড নেয় মহামেডান স্পোর্টিং। ৮ মিনিটে অ্যালেক্সিস গোমেজ গোল করে এগিয়ে দেন মহমেডান দলকে। তবে হাল ছাড়েনি ইন্টার কাশি। তারা ক্রমাগত আক্রমণ করে ব্যস্ত রেখেছে মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রীকে। এরপরেও ১-০ গোলে এগিয়েই বিরতিতে গিয়েছিল মহমেডান দল। বিরতির পরে একাধিক সুযোগ পেলেও, ম্যাচে সমতা ফেরাতে পারছিল না ইন্টার কাশি। তাদের অপেক্ষা করতে হয় ৮৩ মিনিট পর্যন্ত। বাঁদিক থেকে জর্ডন লামেলার করা ক্রসে হেডে গোল করে সমতা ফেরান মারিও বার্কো। এর পর ম্যাচে আর গোল হয়নি। খেলা ১-১ ফলেই শেষ হয়েছে। অবশ্য মহমেডানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। না হলে ইন্টার কাশির বিরুদ্ধে ম্যাচে হারতেও পারত তারা।

এবারই শুরু হয়ে যাচ্ছে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল মিটলেও কলকাতায় জারি থাকবে টি২০ ক্রিকেটের লড়াই। কেকেআর পর্ব মিটতেই কলকাতায় শুরু হবে আরও একটি টি২০ লিগের। বহুল প্রতীক্ষিত বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের (বিপিএল) সূচনা হচ্ছে চলতি বছরেই। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে, ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক দলগুলি সমন্বয়ে হবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে। আইপিএলের পরপরই শুরু হবে এই লিগ। জুন শুরুতেই টুর্নামেন্টের সূচনা হবে। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই এই লিগ হবে। পুরুষদের খেলাগুলি হবে ইডেনে এবং মহিলা দলের খেলাগুলি হবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মাঠে। আইপিএল-এ যেমন ভারতের শহরগুলির নামে দলগুলির নামকরণ করা হয়, বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের দলগুলি পশ্চিমবঙ্গের শহর/জেলার নামে নামকরণ করা হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দল বেছে নেওয়া হবে। বেশ কয়েকটি সম্মানিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই একটি দলের মালিক হওয়ার জন্য আবেদন করেছে। চলতি মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর স্লট ঘোষণা করা হবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি বেঙ্গল সিনিয়র সহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে খেলোয়াড়দের একটি শক্তিশালী খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হবে। আটটি ফ্রাঞ্চাইজির দুইটি করে দল (পুরুষ ও মহিলা) এই লিগে অংশ নেবে। মোট ৬২টি ম্যাচ হবে। ৩১টি পুরুষদের ও ৩১টি মহিলাদের। ২৬৪ জন বাংলার ক্রিকেটার অংশ নেবে। ১৩৬ জন পুরুষ, ১২৮ জন মহিলা। ২০ দিন ধরে এই টুর্নামেন্ট চলবে।

রামনবমীর জন্য ইডেনে একদিন আগেই ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাম নবমীর জন্য বদল হল আইপিএলের ম্যাচের তারিখ। ১৭ এপ্রিলের পরিবর্তে ১৬ এপ্রিল ইডেনেই খেলা হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ। কেকেআরের পক্ষ থেকে অফিসিয়ালি নতুন সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৭ এপ্রিল পুলিশি নিরাপত্তা পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল আগেই। একইদিনে রাম নবমী থাকায় ইডেনে ম্যাচ করা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। জানিয়ে দেওয়া হয়, ১৭ এপ্রিল ইডেনে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রচারকারী চ্যানেল এবং বাকি স্টক হোল্ডারদেরও সমস্যার কথা জানিয়ে দেয় বোর্ড। কলকাতা পুলিশের সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রয়োজনে ম্যাচ অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও ভাবা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে একই দিনে হত ম্যাচ। কিন্তু আরও একবার কলকাতা পুলিশের সঙ্গে বৈঠকের পর ম্যাচ একদিন এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মাত্র একদিনের ব্যবধানে দুটো ম্যাচ খেলতে হবে নাইটদের। ১৪ এপ্রিল ইডেনে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ আছে কেকেআরের।

অসুস্থতার কারণে নন্দকুমার নেই বাকি মরসুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুপার সিক্সে ওঠার রাস্তা শুধু কঠিন নয়, কার্যত অসম্ভব। তার মধ্যে খারাপ খবরের শেষ নেই। চোট পেয়ে লালচুংনুঙ্গা বাকি মরসুমের জন্য আগেই অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন। কার্লেস কুয়াদ্রাতের দলে আবারও খারাপ খবর। বাকি মরসুমে নেই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার নন্দ কুমার। গত মরসুম থেকেই নন্দ টিমের অপরিহার্য। ডার্বিতে গোল করে চমকেও দিয়েছিলেন। তিনি মাঝমাঠে থাকা মানে দলের শক্তি বাড়ে তো বটেই, গতিশীল থাকে টিম। বিপক্ষও চাপে থাকে। নন্দর শারীরিক সমস্যা আগে থেকেই ছিল। আরও ভালো করে বললে, পাইলসের সমস্যায় ভুগছিলেন কিছুদিন ধরেই। তা নির্মূলের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। তা করানো হয়েছে সম্প্রতি। টিম সূত্রের খবর, পুরোদমে মাঠে ফিরতে বেশ কয়েকদিন সময় লেগে যাবে নন্দর। আইএসএলে ৩ টে ম্যাচ বাকি রয়েছে লাল-হলুদের। সেই ৩টে ম্যাচে তো নেই-ই, এমনকী লাল-হলুদ যদি সুপার সিক্সে ওঠে তা হলেও পাওয়া যাবে না নির্ভরযোগ্য উইঙ্গারকে। গত কয়েক বছরে আইএসএলে খুব খারাপ পারফরম্যান্স করেছে ইস্টবেঙ্গল। লিগ টেবলের তলানিতেই শেষ করেছে টিম। কিন্তু কুয়াদ্রাতকে কোচ করার পর থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে শুরু করেছিল। সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। অনেক বছর পর আবার ট্রফি ঢুকেছে ক্লাব তাঁবুতে। কিন্তু তার রেশ ধরে রাখতে পারলেন না কুয়াদ্রাত। ফিরতি ডার্বিতে হারের পরই টিম কার্যত পিছিয়ে পড়ে।

ম্যাচ হেরে লিগশিল্ড জয়ের রাস্তা কঠিন সবুজ মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মাঠে চেন্নাইয়িন এফসির কাছে হারের ফলে যে লিগশিল্ড জয়ের রাস্তা আরও কঠিন হয়ে গেল, তা স্বীকার করে নিল সবুজ-মেরুন শিবির। চলতি লিগে তাদের মাত্র ৩টি ম্যাচ বাকি, যার মধ্যে একটি শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। এই তিনটি ম্যাচেই না জিততে পারলে মোহনবাগানের লিগশিল্ড জয় অধরাই থেকে যাবে। দলের সহকারী কোচ মানুয়েল পেরেজ বলেন, অবশ্যই শিল্ড জয়ের রাস্তা আমাদের আরও কঠিন হল। আর ৩টে ম্যাচ বাকি আছে আমাদের। এই তিন ম্যাচে আমরা নয় পয়েন্ট পেলে চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। তার মধ্যে তিন পয়েন্ট মুম্বইয়ের বিরুদ্ধেও পেতে হবে। রাস্তাটা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়'। বিরতিতে এক গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও জয়ের হাসি মুখে নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি আর্মান্দো সাদিকুরা। ম্যাচের শেষ ২৫ মিনিটের মধ্যে তিন-তিনটি গোল করে তাদের লিগশিল্ড জয়ের স্বপ্নে বড়সড় আঘাত হানে বাংলার এক ঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে গড়া ওয়েন কোইলের দল চেন্নাইয়িন এফসি। প্রথমার্ধে দাপুটে ফুটবল খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে খেলা থেকে ক্রমশ হারিয়ে যায় মোহনবাগান এবং ম্যাচের শেষ ২৫ মিনিটে তিন গোল খেয়ে ২-৩-এ ম্যাচ হারে। নতুন বছরে টানা আটটি ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর নবম ম্যাচে হারতে হল তাদের। এই আটটি ম্যাচে দলের সঙ্গে মাঠে ছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

২০২৫ আইপিএল নিলামের রূপরেখা তৈরি করতে বৈঠক ডাকল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ এপ্রিল আমেদাবাদে আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধারদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন বিসিসিআই কর্তারা। সেদিনই নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের ম্যাচ রয়েছে। তার আগে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক সেরে নেওয়া হবে। আগামী মরসুমের আইপিএলের আগে বড় আকারে নিলাম ও প্লেয়ার রিটেনশন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এবারের আইপিএলের আগে দুবাইয়ে মিনি নিলাম হয়। তবে আগামী মরসুমের আইপিএলের আগে নিলামে অনেক বেশি ক্রিকেটার থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে হয়তো আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি খুব বেশি ক্রিকেটারকে দলে ধরে রাখতে পারবে না। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, আইপিএল-এর ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধারদের পাশাপাশি সিইও, দল পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও আমেদাবাদে এই বৈঠকে থাকতে পারেন। তবে আলাদাভাবে কর্ণধারদের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন বিসিসিআই কর্তারা। বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয় শাহ, আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ সিং ধূমল এই বৈঠকে থাকবেন। আইপিএল সিইও হেমাঙ্গ আমিনও এই বৈঠকে থাকবেন। তিনিই আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কর্ণধারদের বৈঠকে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বৈঠকে কী বিষয়ে আলোচনা হবে সে ব্যাপারে নির্দিষ্টভাবে কিছু জানাননি আইপিএল সিইও।

নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী জয় করলেন জলকন্যা সায়নী দাস

সুমনা পাল : নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী জয়ের লক্ষ্যে জলে নেমেছিলেন বাঙলার গর্ব সায়নী দাস। দীর্ঘ ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট সাঁতার কেটে লক্ষ্যে পৌঁছোলেন কালনার সায়নী। তিনি অতিক্রম করেছেন ২৯.৫ কিলোমিটার দূরত্ব। ২ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডের সময় সকাল ৮টায় (ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টায়) জলে নেমেছিলেন সায়নী। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল, ক্যাটেলিনা ও মলোকাই চ্যানেল জয়ের পর সায়নীর মুকুটে যুক্ত হল আরও এক পালক। নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালীর দৈর্ঘ্য ২৩ কিলোমিটারের কিছু বেশি। নিউজিল্যান্ডের উত্তর দ্বীপ এবং দক্ষিণ দ্বীপের মাঝে এই প্রণালী। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই প্রণালীর গড় গভীরতা ১২৮ মিটার। ব্রিটানিকা জানাচ্ছে, ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক এই প্রণালী আবিষ্কার করেন বলে পরবর্তী সময়ে এর নাম হয় কুক প্রণালী। এই প্রণালী পশ্চিমের তাসমান সাগরকে পূর্বদিকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

নিউজিল্যান্ডের কুক প্রণালী জয়ের লক্ষ্যে গত ১৫ মার্চ রওনা দিয়েছিলেন কালনার বারুইপাড়ার মেয়ে সায়নী। গত কয়েকদিনে প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চালিয়ে গেছেন নিবি। অনুশীলন। সায়নীর বক্তব্য অনুসারে, ওখানকার জল অত্যন্ত ঠান্ডা। তাপমাত্রাও অনেকটাই কম। এছাড়াও ওই অঞ্চলে সমুদ্র সবসময় বিক্ষুব্ধ থাকে। ঝড় বয়। প্রচন্ড স্রোত আছে। সমুদ্রে দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে গেলে সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া জরুরি। উল্লেখযোগ্যভাবে এইদিনই সায়নীর সঙ্গে কিছুটা অন্য পথে কুক প্রণালী পার করেছেন তুরস্কের ৫৯ বছরের সাঁতারু কামিল আলসারান (১২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট, দূরত্ব ৩১.২ কিমি) ও মেক্সিকোর ৩৯ বছর বয়সী সাঁতারু সিন্থিয়া ভালদেস (৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, দূরত্ব ২৬.৪ কিমি)।

জেলায় জেলায় টক্কর

কালনায় রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায় : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কালনা শহরে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কালনা শহরের পুরশ্রী হলে সম্প্রতি আয়োজিত সপ্তম বর্ষের এই যোগাসন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ১৫টি জেলা থেকে বিভিন্ন বয়সী মোট ৪১২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতায় ৬টি সিনিয়র বিভাগে ১০টি করে এবং ৬টি জুনিয়র বিভাগে ২৫টি করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এদিনের জমজমাট যোগাসন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কলনার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, সমাজসেবী সুশীল মিশ্র প্রমুখ।

পাহাড় ক্লাইম্বিংয়ে গ্রেডেশন সেরিমনি অনুষ্ঠান

মলয় সুর : ১৯৮২ সালে উত্তর ২৪ পরগণার ইছাপুরে স্থাপিত নবাবগঞ্জ মাউন্টেন লাভারস্ সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার বিকালে 'গ্রেডেশন সেরিমনি' নামাঙ্কিত একটি অনুষ্ঠান ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পাহাড়ে ক্লাইম্বিংয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং করানো হয় এখানে। সংস্থার সম্পাদক সত্যজিৎ লালা বলেন, এবারে পুরুলিয়া থালাইচণ্ডী পাহাড়ে ২৭জন ছেলেমেয়েকে প্রথম ধাপে ট্রেনিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের সফলতা অর্জন প্রাপ্তির অগ্রগতির জন্য সম্মানিত করা হয়। এর পাশাপাশি সংস্থার তরফে ৮ জন সাইকেল চালিয়ে মায়াপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথে একজন মহিলাও ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সফল পর্বতারোহীরা হলেন মানিক ব্যানার্জী, রতনলাল বিশ্বাস, প্রেসিডেন্ট কৌশিক দাস, দেবরাজ দত্ত, উত্তর মেরুর শেষ সীমান্ত নর্থপোল জয়ী করুণা প্রসাদ মিত্র (পল্টু) ও এভারেস্ট জয়ী পর্বতকন্যা পিয়ালি বসাক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com